লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭২ বর্ষ ■ ১৫শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ■ ৩ ফাল্গুন, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ■ ২৯ সফর, ১৪৩১ হিজরি ■ ১৫ তবলীগ, ১৩৮৯ হি. শা. ■ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ঈসাব্দ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
৮৬তম সালানা জলসা ২০১০
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
86TH JALSA SALANA 2010
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
"তোমাদের প্রতি আমরা এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা লাভের উপকরণ রয়েছে। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?"
সব ধরনের কল্যাণ কুরআন শরীফে নিহিত
যারা কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন : হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

পৃথিবীতে এমন মহা পুরুষগণ এসেছেন, যাদের আগমণ বার্তা আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের জন্মের পূর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। এমন-ই এক মহান সত্তা ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)।

খিলাফতে সানীয়ার সময় অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের চল্লিশটি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একশত ছত্রিশটি শক্তিশালী মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো ছাড়াও কয়েকটি দেশে সুশৃঙ্খল জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় যেসব জামা'ত আর্থিক ও তবলীগি জিহাদে অংশগ্রহণ করছিল। যে চল্লিশটি দেশে এসব মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোর নাম হল :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ, গায়ানা (উত্তর আমেরিকা থেকে), ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, আইভোরিকোষ্ট, টৈগেল্যন্ড, পূর্ব আফ্রিকা থেকে কেনিয়া, টাংগো, উগান্ডা, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিলিস্তিন, লেবানন, এডন, সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, ইরাক, বাহরাইন, দুবাই, ভারত সাগরের দেশসমূহের মধ্য থেকে বার্মা ও শ্রীলংকা, দুরপ্রাচ্য থেকে হংকং, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া (কুয়ালালামপুর), উত্তর বোর্নিও, জাপান, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন, এবং ইন্দোনেশিয়া, এগুলো ছাড়াও চীন, ইরান, জর্ডান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, জাভা, সুইডেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইতালি, সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং আরও কিছু দেশে পুরোদমে মুরুব্বীয়ানদের মাধ্যমে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছানো হচ্ছিল আর কিছু দেশে বই-পুস্তকের মাধ্যমে আহমদীয়াতের আলো ছাড়ানো হয়।

ওয়াশিংটন, হামবুর্গ (জার্মান), ফ্র্যাংকফুর্ট (জার্মানি), যুরিখ (সুইজারল্যান্ড), হেগ (হল্যান্ড), লাইবেরিয়া (কেনিয়া), তানজানিয়া প্রভৃতি ছাড়াও কয়েকটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩১১ টি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

বহির্বিশ্বের দেশসমূহে ৫৭ টি স্কুল কলেজ কাজ করে যাচ্ছিল যেগুলোর মাধ্যমে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল। সত্যের প্রচারে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভাষায় ১২২ টি পত্র-পত্রিকা চালু ছিল। বই-পুস্তক প্রকাশনায় বছরে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হতো।

তাহরীকে জাদীদের কেন্দ্রীয় দপ্তর, যা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া নামে অভিহিত। পাকিস্তান সরকারের সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে নিবন্ধিত এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র রাবওয়াতে স্বনির্মিত সুদৃশ্য দালানে অবস্থিত। কর্মীদের জন্য নিজস্ব কোয়ার্টারও এ প্রতিষ্ঠান নির্মান করিয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০

সূচীপত্র

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	২
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃত বাণী	৪
● জুমুআর খুতবা : *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১১
● নেযামে নও (নব বিশ্বব্যবস্থা) *হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)*	১২-১৩
● *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর প্রথম ঐতিহাসিক বক্তৃতা*	১৪-১৫
● আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন- ২০শে ফেব্রুয়ারী মাহমুদ আহমদ সুমন	১৬-১৮
● নামাযে বিনয় ও নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে *হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)*	১৮-২১
● বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা	২২-৩৬
● সংবাদ	৩৭-৪০

প্রচ্ছদ : বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা-২০১০

এই প্রতিষ্ঠান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া'র সাথে সম্মিলিত ভাবে কেন্দ্রে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জামেয়া আহমদীয়া পরিচালনা করছে। মুসলেহ্ মাওউদ সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিশদ বিবরণ স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, তাই প্রতি বছর ২০ ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত 'মুসলেহ্ মাওউদ দিবস' উদযাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতি আলোকপাত করে নিজেরা ধন্য হয়ে থাকে।

'বাঙ্গালীর বাংলা' সম্পর্কে দিক-দর্শী নির্দেশনা :

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মাতৃভাষার প্রতি আমাদের গভীর মমত্ববোধ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তাই পাকজান্তাকে তিনি হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন *"তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। এতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ভাষার জন্য আলাদা মমত্তবোধ ও ভালবাসা রয়েছে।"* (দৈনিক আল ফযল, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭)

আমাদের আজকের এই বাংলাদেশ আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তাঁরই সেই সতর্কবাণীর যথার্থতাকে সত্য সাব্যস্ত করছে। সেই সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করছে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে তাঁর মর্যাদা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন, আমীন।

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

৮৭। তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকলে (নিশ্চিত জানবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (ব্যবসায়) যা অবশিষ্ট[১৩৪১] থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা নই।'

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝٨٧

৮৮। তারা বললো, 'হে শো'আয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে আমাদের পিতৃপুরুষরা যেসবের উপাসনা করে এসেছে তা আমরা পরিত্যাগ করি? অথবা (তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে) আমাদের ধনসম্পদ (যথেচ্ছভাবে) ব্যবহার করা থেকে (আমরা) বিরত থাকি? তুমি তো বড়ই সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (সেজে বেড়াচ্ছো)!'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝٨٨

৮৯। সে বললো, 'হে আমার জাতি! বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র রিয্‌ক[১৩৪২] দিয়ে থাকেন (তবুও কি আমি তোমাদের কথামত চলবো)? আমি এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি আমি নিজে এর বিরুদ্ধে চলবো। আমি কেবল আমার সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করতে চাই এবং আমার সামর্থ্য লাভ করা আলাহ্‌র (অনুগ্রহের) সাথে সম্পৃক্ত। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে বিনত হই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۗ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝٨٩

১৩৪১। এখানে বাকিয়া অর্থ আল্লাহ্ তাআলার বিধান মেনে ন্যায্য এবং সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন বুঝাচ্ছে। এর আরো অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্য ৩০৯ টিকা দ্রঃ)।

১৩৪২। হযরত শোয়াআয়ব (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদীরা সন্দেহ করতে লাগল যে, তিনি তাদেরকে তাদের অভ্যাস হতে বিরত রেখে নিজের ব্যবসাকে পরিপুষ্ট করবেন। আয়াতের এ কথাগুলি দ্বারা শোআয়ব (আ.) তাদেরকে আশঙ্কামুক্ত করলেন।

হাদীস শরীফ

নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে

কুরআন ঃ

ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহ্সায়ে ওয়াল মুনকার

অর্থ ঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।

(সূরা আন্কাবূত আয়াত ৪৬)

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, তোমরা বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সা.) বললেন, "পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রুপ। আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"। (বুখারী কিতাব মওয়াক্বিতুস সালাত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমাদরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা তাআলা বলেন, প্রকৃত নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর খোদার রসূল (সা.) বলেছেন–প্রকৃত নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সা.) এর এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামায হতে গাফেল আবার অনেকে এমনও আছে যারা নামাযও পড়ে ও অশ্লীল অথবা মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না, এটাই খোদার ফয়সালা। এ দিয়ে আমরা আমাদের নামায যাচাই করতে পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি না? যে ভাবে প্রতি দিন পাঁচবার গোসল করলে শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরণের গুনাহর ছাপ থাকতে পারে না। প্রকৃত নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন যে, নামায এভাবে আদায় করো যেন তোমরা খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকো ভাবো যে, খোদা তাআলা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এ ধরণের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি তাহলে আমরা প্রকৃত নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার ফরমান রয়েছে অভিসম্পাত ঐ সকল নামাযীদের জন্যে যারা নামায হতে গাফেল।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামা'তকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে ডাকছেন এবং আহ্বান জানাচ্ছেন, আমরা যেন খোদার যিকিরে রত হয়ে যাই আর খোদার যিকিরের উত্তম পন্থা হলো নামায যা বিগলিত চিত্তে খোদার নির্দেশ উপলব্ধি করতঃ আদায় করার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সকলে খোদা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ফরমানের ওপর আমল করে গুনাহ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

তওবার প্রকৃত তত্ত্ব-কথা

পাপের প্রকৃত তত্ত্ব এরূপ নয় যে আল্লাহ্ পাপ সৃষ্টি করে সহস্র সহস্র বৎসর পরে পাপ ক্ষমা করার জন্য চিন্তা করেন। মাছির দু'টি পাখা রয়েছে; একটিতে আরোগ্য এবং অপরটিতে বিষ। এরূপ মানুষের দু'টি পাখা আছে। একটি পাপের অপরটি অনুতাপের–তওবার এবং কাতরতার। এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়মের কথা, যেমন এক ব্যক্তি যখন দাসকে প্রহার করে তখন সে পরে অনুতাপ করে। এতে বুঝা গেল দু'টি পাখাই একত্রে কাজ করে। বিষের সঙ্গে প্রতিষেধক থাকে। এখন প্রশ্ন হয় বিষ কেন সৃষ্টি করা হলো? এর উত্তর এই যে, যদিও এটা বিষ,কিন্তু এটাকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করলে সুধা ও অমৃতে পরিণত হয়। যদি পাপ সৃষ্টি করা না হতো তাহলে গর্ব ও ঔদ্ধত্যের বিষ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতো এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতো। তওবা এর ক্ষতি পূরণ করে। অহংকার আত্মশ্লাঘার ব্যাধি থেকে গোনাহ মানুষকে রক্ষা করে। যে স্থলে নিষ্পাপ নবী প্রত্যেক দিন সত্তর বার ইস্তেগফার পড়তেন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করা উচিত? পাপ থেকে তওবা কেবল ঐ ব্যক্তিই করে যে এর (তওবার) উপর কায়েম থাকতে রাজী হয়েছে। যে ব্যক্তি গোনাহকে গোনাহ বলে জানে সে অবশ্যই একদিন উহা বর্জন করবে।

ই'মাল্ মা শি'তা ফাকাদ গাফারতু লাকা

হাদীসে এসেছে যে, মানুষ যখন বারংবার কান্নাকাটি করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন অবশেষে খোদাতাআলা বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, এখন তুমি যা চাও কর। এর অর্থ এই যে, তিনি তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এখন পাপ করা স্বভাবতঃভাবে তার দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। যেমন মেষকে মল খেতে দেখলে কখনও কেউ এ লোভ করবে না যে, সেও মল খাবে। তদ্রূপই সে ব্যক্তিও আদৌ পাপ করবে না যাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। মুসলমানগণ শূকরের মাংসকে স্বভাবতঃভাবে ঘৃণা করে অথচ তারা অন্যান্য শত শত এমন কাজ করে যা হারাম এবং নিষিদ্ধ। এর মধ্যেও এ হিকমতই নিহিত আছে যে, এর প্রতি ঘৃণার অনুভূতি ও আবেগ রেখে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে এভাবে মানুষের মনে গোনাহ্র প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। "গোনাহ্ প্রাদুর্ভাবের দরুন যেন দোয়া করাতে আলস্য না হয়"। গোনাহগার তার গোনাহ্র আধিক্য ইত্যাদি চিন্তা করে যেন দোয়া হতে আদৌ বিরত না হয়। দোয়া আসলে সুধা ও অমৃত। দোয়া করে অবশেষে সে বুঝতে পারবে যে গোনাহ্ কত মন্দ মনে হচ্ছে। যেসব লোক গোনাহ্তে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে দোয়া গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ থাকে এবং তওবা করার প্রতি মনোযোগ দেয় না, অবশেষে সে নবীগণকে এবং তাঁদের ক্রিয়াশক্তিকেই অস্বীকার করে বসে।

(মলফূযাত ঃ ১ম খন্ড ৪-৫পৃঃ)

অনুবাদক ঃ আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

মুরব্বী সিলসিলাহ্

যে ব্যক্তি আহ্‌মদীয়াতের জন্য কুরবানী দিয়েছে আল্লাহ্ তাআলা তাকে অথবা তার বংশধরদের প্রকৃত বন্ধু এবং সাহায্যকারী হয়ে উন্নতি দান করেছেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ২৩ অক্টোবর ২০০৯/২৩ ইখা ১৩৮৮ হিজরী শামসী প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين *
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر
الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

আল্লাহ্ তাআলার একটি গুনবাচক নাম 'ওলী'। অভিধানে 'আল ওলী' শব্দটি সম্বন্ধে লিখা আছে, এটি আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে থেকে একটি নাম, যার অর্থ সাহায্যকারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সেই সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বজগত ও সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেসব বিষয়াবলী সম্পন্ন করেন যার মাধ্যমে এ বিশ্বজগত প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামগুলোর একটি নাম 'আল ওলী' এর অর্থ সেই সত্তা যিনি সব জিনিসের মালিক এবং সেগুলোকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রনকারী। ইবনে আসির বলেন, অভিভাকত্বের বিষয়টি ব্যস্থাপনা, শক্তি ও কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যে সত্তার মাঝে এ সব বিষয় পাওয়া যায় না তাঁর জন্য ওলী শব্দটি যথাযথ হবে না, এ কথা লিসানুল আরবে লিখা রয়েছে। 'আল ওলী' শব্দের অর্থ বন্ধু, সাহায্যকারী। ইবনু আরাবীর মতে এর অর্থ এমন প্রেমিক যে অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **আল্লাহু ওলীয়ুল্লাযিনা আমানু** এটি সূরা বাকারা-র আয়াত। এ সম্পর্কে আবু ইসহাক বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের যাবতিয় চাহিদা পূরণ, তাদেরকে হেদায়াত প্রদান এবং তাদের জন্য যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকেন। কেননা তিনি-ই একমাত্র সত্তা যিনি তাদের ঈমানের (মান) অনুযায়ী হেদায়াতের ময়দানে অগ্রগামী করে থাকেন। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেছেন, **আল্লাযিনাহ্ তাদাও যাদাহুম হাদা** অর্থাৎ মু'মিনদের শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য করেন এবং মুমিনদের ধর্মকে তাদের শত্রুর ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। (পূর্বে) আমি সূরা বাকারার আয়াতটি আংশিক পাঠ করেছিলাম, পূর্ণ আয়াতটি হল, **আল্লাহু ওলীয়ুল্লাযিনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতে ইলানুরে...হুম ফিহা খালিদুন।** অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের বন্ধু; তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসেন। যারা অস্বীকার করেছে তাদের বন্ধু হল শয়তান, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই এমন লোক যারা আগুনের অধিবাসী হবে এবং তারা এতে সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করবেন। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদের বন্ধু হয়ে থাকেন অর্থাৎ এমন ঈমান আনয়নকারী যাদের ঈমানের সাথে পার্থিবতার কোন সংমিশ্রণ নেই, ঈমান আনার পর তারা আল্লাহ্ তাআলার নূরের সন্ধানে অধিক উন্নতির দিকে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা সাফল্য দান করেন। অন্ধকার হতে আলোতে বের করার অর্থ হল, আধ্যাত্মিক ও শারিরীক দূর্বলতা হতে আধ্যাত্মিক ও শারিরীক উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া। অতএব আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন, যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলগত ভাবেও আধ্যাত্মিক ও শারিরীক উন্নতি দান করবেন এবং তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দিবেন। শর্ত হল, ঈমান আনতে হবে এবং এতে উন্নতি করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান পাঠ, অনুধাবন ও এর ওপর আমল করার

মাধ্যমে এ উন্নতি লাভ করা যায়। যারা এভাবে আমল করার চেষ্টা করে আল্লাহ্ তাআলা তাদের ওলী হয়ে যান। কোন বিরোধী, কোন শত্রু এবং কোন পার্থিব সম্রাজ্য এমন লোকদের ধ্বংস করতে পারে না। এখানে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মুমিনদের ওপর কষ্ট-কাঠিন্যও আপতিত হয়ে থাকে, বিপদাপদও আসে, প্রাণ, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ক্ষয়ক্ষতিও সহ্য করতে হয়। এতো কিছু হওয়ার পরও 'শারিরীক সমস্যা হতেও রক্ষা করেন' এ কথা বলার অর্থ কি? অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তো এটি হতে পারে, যারা ঈমান আনে তাদের পদক্ষেপ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের বন্ধু হয়ে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি দান করতে থাকেন। অতঃপর আখেরাতে তিনি তাঁর অঙ্গিকার অনুযায়ী তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। মনে রাখতে হবে, মুমিন যখন আল্লাহ্ তাআলার ওপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনে তখন সে শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তিগত কষ্টের প্রতিই খেয়াল রাখে না বরং সে জামাতী জীবনের প্রতিও খেয়াল রাখে। নিঃসন্দেহে একজন মুমিনকে ব্যক্তিগত ভাবে শারিরীক, জাগতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হতে হয় কিন্তু অনেক সময় এ ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিসমূহও যদি ধর্মের খাতিরে হয় তখন তা জামাতী উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন স্বাধীনভাবে ধর্মের প্রচার করা যেত না এবং মুসলমানরা অত্যন্ত নির্যাতিত জীবনযাপন করছিল তখন মুসলমানরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে সেই ত্যাগ স্বীকার কি বিফলে গেছে? মুসলমানদেরকে তখন যে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হয়েছে তা কি অর্থহীন ছিল, মূল্যহীন ছিল? না, কখনো না! যখন মুষ্টিমেয় মুসলমান ছিল তখনও তাদের আত্মত্যাগ তাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করত এবং এর সাথে সাথে জামাতী উন্নতির কারণ হত। এ কারণে ধর্ম প্রচার বন্ধ হয়ে যায় নি এবং (মানুষের) মুসলমান হওয়া বা ইসলামে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার গতিও থেমে যায় নি। অত্যাচার ও নির্যাতনের পরও উন্নতির পথে অগ্রগতি থেমে থাকে নি। এসব নির্যাতনের কারণে হিজরত করতে হয়েছে, আর এ হিজরত করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা এ উন্নতির দুয়ার আরো অধিকহারে খুলে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা সংখ্যার দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতি করতে থেকেছে আর শেষ পর্যন্ত এমন সময় এলো যখন মক্কার সে সব অত্যাচারী কাফেররাই মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে গেল। জামা'তের আহমদিয়ার ইতিহাসও দেখুন! প্রত্যেক বিপদ এবং পরীক্ষা যেখানে জামা'তের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়েছে সেখানে জাগতিক ও বাহ্যিক উন্নতিরও কারণ হয়েছে। ১৯৭৪ইং সালে যদি এঅবস্থা না হত তবে জামা'তের একাংশ যারা দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেতে পারতো না। তাদের কেউ কেউ ছোট খাট ব্যবসায়ী ছিল, কেউ কেউ সামান্য জমি জমা দেখাশোনা করত। কেউ সামান্য চাকুরী করত। অনেকের সন্তানদের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করার সামর্থও ছিল না বা সুযোগ থাকলেও পরিবেশ ছিল না। ইউরোপে এসে অনেক ছেলে এম. এস. সি, পি এইচ ডি করছে বা করে ফেলেছে। এদের কেউ ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়রা এতটুক শিক্ষা অর্জন করতে পারে নি বা সুযোগ ছিল না।

সুতরাং এ বিষয়টি বর্হিঃবিশ্বে আগত প্রত্যেক আহমদীর মাথায় রাখা উচিত যে, যেখানে তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে সেখানে খোদা তাআলা তাদেরকে উত্তম অবস্থা দান করেছেন এবং আর্থিক সাচ্ছন্দের কারণে তাদের জীবন যাত্রার মানও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাদের সন্তানদের উত্তম শিক্ষার পরিবেশ দান করেছেন। 'জামা'ত' জামাতী ভাবে আর্থিক দিক থেকে এবং সংখ্যার দিক থেকেও উন্নতি লাভ করেছে। এভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যখন অগ্রগামী হয়েছে তখন জামা'তের সামগ্রীক শিক্ষার মান অনেক ওপরে উঠে গেছে। এ বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে খোদা তাআলার যথেষ্ট নিকটে নিয়ে

জামা'তের আহমদিয়ার ইতিহাসও দেখুন! প্রত্যেক বিপদ এবং পরীক্ষা যেখানে জামা'তের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়েছে সেখানে জাগতিক ও বাহ্যিক উন্নতিরও কারণ হয়েছে। ১৯৭৪ইং সালে যদি এঅবস্থা না হত তবে জামা'তের একাংশ যারা দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেতে পারতো না। তাদের কেউ কেউ ছোট খাট ব্যবসায়ী ছিল, কেউ কেউ সামান্য জমি জমা দেখাশোনা করত। কেউ সামান্য চাকুরী করত। অনেকের সন্তানদের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করার সামর্থও ছিল না বা সুযোগ থাকলেও পরিবেশ ছিল না। ইউরোপে এসে অনেক ছেলে এম. এস. সি, পি এইচ ডি করছে বা করে ফেলেছে। এদের কেউ ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়রা এতটুক শিক্ষা অর্জন করতে পারে নি বা সুযোগ ছিল না।

যাওয়ার কারণ হওয়া উচিত। ঈমানের উন্নতির কারণ হওয়া উচিত। না এর জন্য কোন ধরনের অহংকার বা গর্ব অথবা দাম্ভিক্য সৃষ্টি হওয়া উচিত না। আল্লাহ তাআলা নিজের অভিভাবক হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমাদেরকেও প্রকৃত বন্ধু হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে আর তখনই এ বিষয় আমাদেরকে অধিক আলোকচ্ছটা দেখিয়ে যেতে থাকবে। এরপর যারা বর্হিবিশ্বে এসেছে শুধু তাদের মধ্যেই এ উন্নতি হয়নি। বরং সেই নির্যাতন যা ১৯৭৪-এ পাকিস্তানে হয়েছে এর কারণে পাকিস্তানে অবস্থানকারীদের ওপরও আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণরাজি বর্ষণ করেছেন। যাদের ব্যবসা বাণিজ্য মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাদের ব্যবসায় উন্নতি দিয়েছেন। যেভাবে আমরা 'ওলী' শব্দের অর্থের মধ্যে দেখেছি। ওলী বন্ধু এবং সাহায্যকারীদেরকেও বলে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আহ্‌মদীয়াতের জন্য কুরবানী দিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাকে অথবা তার বংশধরদের প্রকৃত বন্ধু এবং সাহায্যকারী হয়ে উন্নতি দান করেছেন। এরপর দেখুন! ১৯৮৪-তে যখন জামাতের সামনে তাদের দেশের মাটিকে সংকুচিত করে দেয়া হল বা চেষ্টা করা হল এবং যুগ খলীফাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হল তখন কে কাজে আসলো! সে-ই ওলী, বন্ধু এবং সাহায্যকারী সত্তা যিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রনকারী। তিনি, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সফরে এমনভাবে সাহায্য করেছেন যা কোন জাগতিক বন্ধু এ জগতে করতে পারবে না।

এরপর এ বিষয়টি যেখানে জামাতের সদস্যদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়েছে সেখানে এই হিজরতের কারণে জামাতের সংখ্যারও উন্নতি হয়েছে আর পরে এম.টি.এ-এর নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্ তাআলা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং তবলীগের উপকরণও দান করেছেন। একই সময়ে সারা দুনিয়াতে একই আওয়াজ শোনা যায়, যা তরবিয়ত এবং তবলীগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

> ***সেই নির্যাতন যা ১৯৭৪-এ পাকিস্তানে হয়েছে এর কারণে পাকিস্তানে অবস্থানকারীদের ওপরও আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণরাজি বর্ষণ করেছেন। যাদের ব্যবসা বাণিজ্য মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাদের ব্যবসায় উন্নতি দিয়েছেন***

এরপর এই আয়াতে যেখানে ঈমানের উন্নতির সাথে সাথে জাগতিক উন্নতির অঙ্গিকার করা হয়েছে সেখানে যারা ঈমান আনে নাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "ওয়াল্লাযিনা কাফারূ আউলিয়া হুমুত তাগুতু ইউখরেযুনাহুম মিনান্ নূরে ইলায্ যুলুমাত" অর্থাৎ, আর যারা কাফের তাদের বন্ধু শয়তান সে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এ নীতিগত সিদ্ধান্ত বলে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহ্ তাআলার কথাকে অস্বীকার করে তারা শয়তানের বন্ধু। শয়তানই আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এর পশ্চাদ অনুসরণকারীরা কখনো আলো দেখতে পায় না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন দাবি করেন আর মক্কা বাসীদের হেদায়াতের দিকে আহ্বান করেন তখন কুরাইশ সর্দাররা যাদের মধ্যে কিছু খুবই জ্ঞানী এবং ভাল মানুষ ছিল এবং তারা কিছু কিছু পূণ্যকাজও করতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করার কারণে শয়তানের করায়ত্বে চলে যাওয়ার ফলে তারা ঐসব নেকী থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরিশেষে ধ্বংসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। আবুল হাকাম প্রথমে আবু জেহেল হয়েছে এরপর লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। গত খুতবায় আমি এর বর্ণনা করেছি। আজ পর্যন্ত তাকে আবু জেহেলই বলা হয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আবু জেহেলই বলা হবে। সুতরাং তার অভিভাবক শয়তান ছিল, যে তার কোন সাহায্যই করতে পারে নি। সে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েগেছে। কিন্তু হাবসী গোলাম হযরত বেলাল ঈমানের নূরের কারণে আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার বন্ধুত্ব ও সাহায্যের ফলশ্রুতিতে (হযরত)বেলাল কিয়ামত পর্যন্ত সৈয়্যদনার পদমর্যাদা পেয়ে গেছেন।

একই ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যামানায় আধ্যাত্মিকতা এবং সত্যের দাবীকারক হওয়া সত্ত্বেও যারা তাঁর (আ.) অস্বীকারকারী ছিল তারা তার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। কিন্তু অনেক এমন আছে যারা অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল, অনেক এমন যারা সুদখোর ছিল এবং যুগের মন্দ লোক ছিল তাদের ওপর আল্লাহ্ তাআলা দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তারা ঈমান আনার কারনে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আত্মিক উন্নতি করেই যেতে লাগলেন।

সুতরাং নবীকে যারা অস্বীকার করে তাদের এই অস্বীকারের কারণে তারা অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হতে থাকে। শয়তান তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, অবিচার এত বেশি ভরে দেয় যে, তারা

আরো অধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। পরে তাদের পরিণাম সম্পর্কে খোদা তাআলা বলেন তাদের পরিণাম অনেক মন্দ হবে। এ জগতে তারা আরো শত্রুতার আগুনে জ্বলতেই থাকবে। জামাতের উন্নতির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাদের হিংসা-বিদ্বেষকে উদ্বেলিত করবে। কিন্তু তাদের রাগ ও হিংসা-বিদ্বেষ ঐ লোকদেরকে যাদের অভিভাবক আল্লাহ্ হন কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

আবার আমি অভিধানের কিছু অংশের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি। লিসানুল আরবে লিখা আছে অনেকে **ওলীউহুম** এর এ অর্থ করেছেন, মুমেনদেরকে তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেয়া এটা আল্লাহ্ তাআলারই ইচ্ছাধীন। আরো লেখা আছে **ওলী আল্লাহ**- আল্লাহর বন্ধু শব্দটির মাঝে অধ্যাবসায়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্য করে কোন কাজ করার অর্থ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত ও গ্রহণীয় বান্দা আল্লাহর বিরামহীন কল্যাণের ও পুরস্কারের প্রকাশস্থল হয়।

আল ওলীয়্যু ওয়াল মারয়ু ..... মুমিনকে **ওলীউল্লাহ** বলা যেতে পারে। কিন্তু **মওলা আল্লাহ** বলাটা প্রমাণিত নয়। তবে আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে **ওলীউল মুমিনীনা** ও **মাওলাহুম** দুটো বলাই সঠিক।

পরে তিনি বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দ্বারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ **'যালিকা বিআন্নাল্লাহা** .....সূরা মুহাম্মদের আয়াত।

আবার; **আ নিয়মাল মওলা ওয়া নিয়মাল নাসির** আনফালের ৪১নং আয়াত। **কুল ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজিনা....** সূরা জুমআর ৭নং আয়াত। **সুম্মা রুদ্দু মাওলাকুম.....**সূরা অনফাল ৬৩নং আয়াত। **মাওলা মিন ...**সূরা রাদের ১২নং আয়াত পরে তিনি এ আয়াতের উদ্ধৃতির সাপেক্ষে ব্যাকরণ গত বিশ্লেষন উপস্থাপন করেছেন। আমি এ বির্তকে যাওয়ার পরিবর্তে আয়াতগুলিকে উপস্থাপন করছি।

প্রথম আয়াত যা সূরা মুহাম্মদের এটা সম্পূর্ণ এমন...**যালিকা আন্না...**অর্থাৎ এটা এজন্য যে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক(মাওলা) হয়ে থাকেন। আর নিশ্চিত কাফেরদের কোন অভিবাভক নেই। এই আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু......** অর্থাৎ হে মুমিনরা ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। আর তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় করবেন।

এ আয়াতে মহানবী (সা.) এর পরবর্তী যুগের মুসলমানদেরকে নসিহত করা হয়েছে, আর এটা সতর্কবাণীও। শুধুমাত্র ঈমান আনাটাই যথেষ্ট হবে না। বরং আল্লাহর ধর্মের সাহায্য তোমাদের জন্য ফরয। এ জিনিসই পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণের ধারক বানিয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের অংশ লাভ করাবে। তোমাদের ঈমান দৃঢ় করবে। তোমরা জামাত বলে আখ্যায়িত হবে। বিশেষভাবে মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগে যখন ধর্মের প্রসার হওয়ার কথা তখন মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয়, তারা যেন খোদা তাআলার প্রেরিতের সাহায্য করে। তারা যদি আল্লাহ তাআলার সাহায্য করে তবে তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্যের দৃশ্য দেখবে। ঈমান না আনয়নকারীদের অবস্থা পূর্ববর্তী নবীদের অস্বীকারকারীদের অবস্থানুরূপ হবে। আজ মুসলামানদের জন্য এটা একটি ভাবার মত বিষয়- আমি পূর্বে আরো অনেকবার বলেছি। সাহায্য ও সহযোগীতার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু মুমিন বলা সত্ত্বেও কলামিষ্টরা পত্রিকায় লিখছে, ঈমানের ক্ষেত্রে আমরা দূর্বলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাচ্ছি। আমরা বস্তু জগতের দিক থেকেও উন্নতির পরিবর্তে নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এমন কোন মন্দ বিষয় আছে যা আজ আমাদের মাঝে নেই? তাদেরই কেউ এ কথা লিখেছে। সুতরাং কোথাও না কোথাও আমরা সে খোদাকে অসন্তুষ্ট করেছি যিনি মুমিনদের মাওলা। এখনই চিন্তা ভাবনার সময়। নিজের ভিতরে ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি করে আল্লাহর ধর্মের সাহায্যের জন্য অগ্রগামী হওয়ার, যুগের ইমামকে চিনে নেওয়ার, মহানবী (সা.) এর সালাম পৌঁছানোর। জিদ করে শুধু এ কথা বলা, 'নবুওয়তের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে এখন কোন নবী আসতে পারবে না' কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রাচীন বুযুর্গানে কেরাম যারা ছিলেন তাদের বক্তব্য দেখ! গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখ ও পড়! তারা কি বলেছেন? শুধু বর্তমানের নাম সর্বস্ব উলামাদের পিছনে ছুটবেন না। প্রাচীন বুযুর্গদের কিছু উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি। হযরত মহী উদ্দীন ইবনে আরাবী যার কথা আমাদের জামাতের অধিকাংশ সাহিত্যে উল্লেখ আছে। আমরা এগুলোও উপস্থাপন করে থাকি। । বরং তাদের নিজেদের পুস্তকেও বিদ্যমান আছে। হযরত মহী উদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) বলেন 'সেই নবুওয়্যত যা মহানবী (সা.) এর সত্ত্বায় পরিসমাপ্ত হয়েছে তা শুধুমাত্র **তাশরীহি** নবুওয়্যত। নবুওয়তের মর্যাদা নয়। সুতরাং মহনবী (সা.) এর শরীয়তকে রহিতকারী কোন শরীয়ত আসতে পারে না। আর না এতে

কোন নির্দেশ বাড়ানো যাবে। মহানবী (সা.) এর সেই কথা 'রেসালাত ও নবুওয়াতের দ্বার এখন রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে' এর অর্থ এটাই। **লা রাসূলা বা'দী ওয়ালা নাবীয়া** অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী আসবে না যে আমার শরীয়তের পরিপন্থি অন্য কোন শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। হ্যা! এ অবস্থায় নবী আসতে পারে, সে আমার শরীয়তের অনুসরণে আসবে। আমার পরে কোন রসূল নেই অর্থাৎ আমার পরে কোন মানুষের নিকট কোন এমন রাসূল আসতে পারবে না, যে শরীয়ত নিয়ে আসবে। লোকদেরকে নিজের শরীয়তের দিকে আহ্বান জানাবে। সুতরাং এটা হলো সেই প্রকারের নবুওয়াত যা বন্ধ হয়েছে। নতুবা নবুওয়াতের মর্যাদা বন্ধ হয়নি। (ফতুহাতে মক্কিয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৩)

তাঁর আরো একটি উদ্ধৃতি। নবুওয়াত এখনো পুরোপুরি উঠে যায়নি। এ জন্য আমরা বলেছিলাম শুধুমাত্র তাশরীহি নবুওয়াত বন্ধ। **লা নাবীয়া বায়দী** এর এটাই অর্থ। সুতরাং আমরা জেনে গেছি মহানবী (সা.) এর লা নাবীয়া বা'দী বলা সেই অর্থের আলোকেই, 'বিশেষভাবে আমার পরে কোন শরীয়তবাহী নবী আসবে না।' কেননা মহানবী (সা.) এর পরে আর কোন নবী নেই। এটা এভাবেই সুস্পষ্ট যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন- এ কায়সার ধ্বংস হলে এরপর আর কায়সার আসবেনা না। এ কিসরা ধ্বংস হলে আর কোন কিসরা হবে না। **"লা রাসূলা বা'দী ওয়া লা নাবীয়া"** অর্থাৎ আমার পরে এমন কোন নবী নেই যে নতুন শরিয়ত নিয়ে আসবে। হ্যা! কেবল আমার শরীয়তের অধিনস্ত নবী আসতে পারে। আমার পরে কোন রাসূল নেই। অথাৎ আমার পরে দুনিয়াতে এমন কোন নবী আসতে পারে না, যে নতুন শরিয়ত নিয়ে আসবে এবং লোকদের নিজ শরিয়ত মানার আহ্বান জানাবে। সুতরাং এ ধরনের নবুয়্যত লাভের পথ রুদ্ধ নয়। (ফতুহাতে মক্কিয়া ,২য় খন্ড পৃ. ৭৩)

নবুয়্যত লাভের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, এ সম্বন্ধে আরেকটি উদ্বৃতি রয়েছে। এ জন্যই আমরা বলেছিলাম, শুধু শরিয়তওয়ালা নবুয়্যতের পথ বন্ধ হয়েছে। এটাই **লা নাবীয়্যা বাদী**-র অর্থ। সুতরাং আমরা অবগত হলাম, মহানবী (সা.) এর **লা নাবিয়্যা বা'দী** বলার এটাই বিশেষ অর্থ- আমার পরে নতুন শরিয়তবাহি কোন নবী আসবে না। কেননা মহানবী (সা.) এর পর আর কোন নবী নেই, এই বিবৃতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সেই বাণীর অনুরূপ, "কায়সার ধ্বংস হওয়ার পর আর কায়সার নেই এবং কিসরা ধবংস হওয়ার পর আর কোন কিসরা নেই।"

হযরত ইমাম শা'রানী বলেছেন, মহানবী (স.) বলেছেন, **"লা নাবিয়া বা'দী ওয়া লা রাসূলা"** এর অর্থ মহানবী (সা.) এর এ বাণী 'আমার পর কোন নবীও নাই রসুলও নাই' এর তাৎপর্য হল, আমার পর শরিয়তবাহী কোন নবী নেই। (আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২)

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী মাওজুয়াতে কবীরের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আমি বলছি রাসূল (সা.) এর এ কথা বলা, "আমার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকলে সত্য নবী হতেন" আর অনুরূপভাবে যদি "ওমর নবী হতেন তবে রাসূল (সা.) এর অনুগত হয়েই হতেন" এ কথাগুলো খাতামান্নাবিঈনের পরিপন্থী নয়। কেননা খাতামান্নাবীঈনের অর্থ মহনবী (সা.) এর পরে এমন কোন নবী আসতে পারে না, যে তাঁর (সা.) শরিয়ত রহিত করতে পারে বা তার উম্মতের বাহিরে হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন **"কুলু ইন্নাহু খাতামুল আম্বিয়া ওয়া লা তাকুলু লা নাবিয়া বাদী।"** অর্থাৎ তোমরা তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া বল কিন্তু তাঁর পর কোন নবী নেই একথা বলো না। (দুর্‌রে মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃ.২০৪)

সুতরাং এসব উদ্বৃতি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীনগণের মতামত বর্তমান আলেমদের কল্পিক মতামত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ ও এই উদ্বৃতিসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করুন তবে সব বিষয় দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাও ভেবে দেখুন, এমন ব্যক্তিকে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা অবকাশ দিতে পারেন, যে তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে ইলহাম বর্ণনা করে। আরো দাবি করে, আমি তার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। এখানে আমরা এর উল্টো হতে দেখছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার দাবি করছেন এবং আল্লাহ তাকে প্রতি পদক্ষেপে সাহায্য-সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর ওলী (বন্ধু) ও অভিভাবক হওয়ার পরিষ্কার চিহ্নাবলী প্রতিভাত হচ্ছে। এ কথা আল্লাহ্ তাআলা তাকে বলেছেন **"ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়্যুকা ওয়া রাবক্কুকা"** অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার ওলী ও প্রতিপালক। ১৮৮৩ সালে আল্লা্ তাআলা তাঁকে (আ.) বলেন **'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়অলা হুম ইয়াহযানুন'** অর্থাৎ সাবধান! যারা আল্লাহর নেকট্যপ্রাপ্ত হয় তাদের কোন ভয় নাই আর চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না। এ ছাড়াও হুযুর (আ.) এর প্রতি অগনিত ইলহাম হয়। মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারক সমন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ওয়া লাও তাকাওবালা আলাইনা বা'যাল আকাবিল লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন** অর্থাৎ সে যদি কিছু মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করত, তবে আবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর ইলহাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলার কৃপায়

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর জীবিত ছিলেন। শুধু জীবিতই ছিলেন না, জামাতের ক্রমাগত উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি আল্লাহ্ তাআলা তাকে অনেক ইলহাম পূর্ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (আ.) নিজের ওলী হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। এমন সুস্পষ্ট প্রমানাদী যা একজন অন্ধও দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি, আজও পর্যন্ত আমরা সে দৃশ্য দেখছি। ইনশাল্লাহ্ আগামীতেও দেখব।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলেছেন, তিনি তার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেবেন। ১৮৮৬ সালে এ ইলহাম হয়। তখন কাদিয়ানের অবস্থা কেমন ছিল? কোন সুযোগ সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সেখানে ছিলনা। পায়ে হেটে বা টাংগায় চড়ে যানবাহনের জন্য বাটালা যেতে হত। কাদিয়ান এক ছোট গ্রাম ছিল। এখানে কারো আসার দরকার হত না। তখন তিনি (আ.) সেই গন্ড গ্রাম থেকে মসিহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেন। লোকেরা তখন সে দাবী শুনে হেসেছে। অথচ আজ আমরা দেখছি, তাঁর আহ্বান পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে। বিরুদ্ধ বাদীরা আপত্তি করে, এ আর এমন কি কাজ। আমরাও সমগ্র পৃথিবীতে আজ আমাদের ওয়েব সাইট ও টিভি চ্যানেলে কিছু প্রোগ্রাম প্রচারের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বিরোধিতা ও অল্প বিস্তর ইসলাম প্রচার করছি। কাজেই এম টি এ এর মাধ্যমে বা তবলীগের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে যদি (আহমদীয়াত) প্রচার হয়ে থাকে তবে এমন কি বড় কাজ হয়েছে? কিন্তু ভাবা দরকার, এ সব উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য হওয়ার পূর্বে কেউ কি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এ ঘোষণা করেছিল, "আমি তোমার প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব"? একশ বছর পূর্বের কথা থাক, হায়! কয়েক বছর বা কয়েক মাস পূর্বেও যদি কেউ এ দাবী করত যে, খোদা তাআলা আমাকে জানিয়েছেন, আমি তোমার এ কাজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব। কেউ যদি এ দাবি করার থাকে, তবে পরিষ্কার ঘোষণা করুক যে হ্যাঁ, খোদা তাআলা বলেছেন, এটি আমার বাণী, সমগ্র পৃথিবীতে এটি প্রচার কর, ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পৌছাও, টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে পৌছাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু এ সাহস কারো নেই।

প্রত্যেক কথায় আপত্তি করা তো খুব সহজ আর বর্তমানে আলেমদের অবস্থা এমনি। বসে বসে যা মনে আসলো তা-ই আপত্তি করে দিল। এটি প্রকৃত পক্ষে হিংসার আগুন যা তাদের সহ্য হচ্ছে না। যার কারণে শত্রুতা বেড়েই যাচ্ছে। জামাতকে বিস্তৃত হতে দেখে তারা ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। এ হিংসার আগুন সৃষ্টি হবারই ছিল। কেননা এ ব্যাপারে খোদা তাআলা পূর্বেই বলে রেখেছেন, তারা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে। যখনই আল্লাহ তাআলা প্রেরিত ব্যক্তি দাবি করবে তখন বিরোধীরা দন্ডায়মান হবে। ঐ সব বিরোধীরা পূর্বে যদিওবা বিবেকবান ছিল, এ বিরোধীতার কারণে তার বিবেক লোপ পাবে। আলোর পরিবর্তে তারা আধারে হারিয়ে যেতে থাকবে। ফলে তারা **আসহাবুন নার** অর্থাৎ আগুনের অধিবাসী হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা দয়া করুন এবং এ লোকদেরকে জ্ঞান দিন। আমাদের অভিভাবক তো আল্লাহ এবং তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপে তাঁর অভিভাবক হওয়া, বন্ধু হওয়া, সাহায্যকারী হওয়া, নিগরান হওয়া, নিজ ফযল দ্বারা লাগাতার ভূষিত করা প্রকাশ করতে থাকেন এবং এ দৃশ্য দেখাতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও সর্বদা আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তা পালন করার সৌভাগ্য দান করুন। যেন আমরা সর্বদা সেই খোদা থেকে কল্যান লাভ করতে থাকি যিনি আমাদেরকে এ শান্তনা দিয়েছেন যে **"আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নে'মাল মাওলা ওয়া নে'মান নাসির।"** জেনে রাখ! আল্লাহ্-ই তোমাদের মাওলা এবং বন্ধু আর তিনি কতইনা উত্তম বন্ধু এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।

জুম'ার পর আমি কয়েকটি জানাযা পড়াব যাদের ব্যাপরে আমি ঘোষণা করব। প্রথমে জনাব জুলফিকার মানসুর সাহেব ইবনে মুনসুর আহমদ মরহুম, কোয়েটার অধিবাসী। ১১ অক্টোবর কয়েকজন দুষ্কৃতকারী গুলি করে শহীদ করে দিয়েছে। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।** সাহাদাতের এক মাস পূর্বে তাকে ঘর থেকে অপহরন করে নিয়ে যায়। টাকা চাওয়া হয় যে এত টাকা দাও। যথেষ্ট বড় এমাউন্ট। নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। টাকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছিল। কিন্তু অবশেষে একদিন জানা গেল যে এক জঙ্গলের ভিতরে তার লাশ পড়ে আছে এবং তার সাথে এ সংবাদ পাঠাল যে তোমরা যেহেতু অনেক লোককে কাদিয়ানী বানিয়ে ফেলেছ তাই তোমাদেরকে জীবিত রাখব না। শাহাদাতের পূর্বে তার ওপর যথেষ্ট নির্যাতনও করা হয়েছে। একটি চোখে গুলি করে চেহারা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। তিনি খুব কর্মঠ খাদেম ছিলেন। খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। ইদানিং খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইতিপূর্বে তার এক চাচা আব্বাস আহমেদকে এপ্রিল ২০০৮ এ শহীদ করা হয়েছিল। ২০০৯ এর জুনে তার এক চাচা সম্পর্কীয় আত্মীয় খালিদ রশিদ সাহেবকে শহীদ করা হয়। এ যুবক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব বাটালভী (রা.)-এর নাতি ছিলেন। পিছনে তার বৃদ্ধা মাতা, তার বিবি এবং দুটি সন্তান আছে। একটি মেয়ে নয় বছরের এবং ছেলে ছয় বছরের। আল্লাহ

তাআলা এদের সকলকে ধৈর্যশক্তি দান করুন। মরহুমের মর্যদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয়ত আমাদের মিশরের বন্ধু মোহাম্মদ আশওয়া সাহেব। চৌদ্দ অক্টোবর ২০০৯ইং তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। তিনি সিরিয়ার মুখলেস বুজুর্গ ছিলেন এবং এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আহমদী ছিলেন। খেলাফত এবং নেজামে জামাতের সাথে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আনুগত্য এবং সম্মানের সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন খোদা ভীরু মানুষ ছিলেন। যখনই কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হতো, খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে ভালবাসা রাখতেন। তাঁর নাম শুনে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়তেন। তিনি অতিব আবেগপ্রবন ছিলেন। ১৯৫০ সালে এল. এল. বি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি খুব ভাল একজন আইনজীবি ছিলেন। তার বয়াতের ঘটনা এরূপ, বয়াতের পূর্বে জামাত সম্বন্ধে জানার পর একজন বিখ্যাত আলেম নাসের আলবানী সাহেব জামাতের শক্ত বিরোধী ছিলেন এবং হাদীসের বড় আলেম ছিলেন। আরব বিশ্বে তার অনেক সুনাম ছিল। তার সাথে সাক্ষাত করা শুরু করেন এবং জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ পূর্বক বলেন, এক পাদরী এক আহমদীর সামনে কীভাবে অসহায় হয়ে গেলেন। কিভাবে আহমদীর সামনে অস্ত্র সমর্পন করে। কিভাবে একজন আহমদীর কথায় ক্রুশ ভঙ্গ করেন। তাকে নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন আমরা খৃষ্টানদের মুখবন্ধ করার জন্য বলতে পারি ঈসা ইবনে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করেছে। এতে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আসলেই ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন? আলবানী সাহেব বলেন, না। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আমি বয়াত করতে যাচ্ছি। কারণ কোন ধর্মবিশ্বাস দৈত নীতির মুখাপেক্ষী নয়। এরপর তিনি বয়াত করে নিলেন। তিনি ন্যাশনাল আমেলার সদস্যও ছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন সিরিয়া গেলেন তখন তাঁর সাথে তার লেবানন যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। সফরের সময় অনেক পুরাকীর্তি দেখেন। এ সফরের মাঝে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, এখানে এক সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাত হত। চলো, আজ আমরা প্রত্যেকে এক খোদার ইবাদত করার লক্ষ্যে দুই রাকাত নফল আদায় করি। সুতরাং সকলে এরূপই করলেন। খুব ভাল আইনজীবি ছিলেন। খেলাফতের সাথে এমন সম্পর্ক ছিল যে, আইনজীবি হওয়ার কারণে তিনি সকল ব্যাপারে প্রমাণ চাইতেন। কিন্তু যখন বলা হতো যুগ খলিফার পক্ষ থেকে এটি বলা হয়েছে তখন বলতেন, বাস যথেষ্ট। আগের কথা বাদ, সিদ্ধান্ত এটিই। চতুর্থ খলিফার যুগে অনেক আহমদীর ওপর মামলা করা হয়েছিল। এমন অনেক মামলা তিনি পরিচালনা করেন, যার ফলে অনেকে খালাস পান। বড় উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। একবার আদালতে তিনি পেশ হলেন, প্রথম দিকে যুবক অবস্থায় তিনি আইনজীবির পোশাক পরে ছিলেন মাত্র। জজ সাহেব দেখলেন এ তো নতুন উকিল। জজ সাহেব তাকে তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, 'তুমিকি উকিল? (তিনি তো উকিলের পোষাকে ছিলেন) তিনি তাৎক্ষনাত উত্তর দিলেন, 'আপনি কি জজ?' এতে জজ নিশ্চুপ হয়ে গেল। পরে জানা গেছে, ঐ জজ সাহেবকে অনেক অপদস্থ হতে হয়েছিল। আরবী ডেস্কের আমাদের মোবাল্লেগ যারা সেখানে লেখাপড়া করতে যান, তাদের সাথে তিনি খুব নম্রতার আচরণ করতেন। এবং তাদের ভাষা ঠিক করার জন্য তিনি খুব সহযোগীতা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে মর্যাদা দান করুন। তার বংশধরদের মাঝেও তার সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদের মাসুদ সাহেব এ.ম.টি-এর কর্মকর্তা এবং মোহাম্মদ মালেক সাহেব বর্তমানে ইউ.কে.-তে আছেন এরা দুজন তার দৌহিত্র। তৃতীয় জানাযা মিয়া গোলাম রসুল সাহেব পিতা মুকাররাম মিয়া সিরাজুল হক সাহেব, (উকাড়া জেলার অধিবাসী) তিনি আমাদের মোবাল্লেগ মুজাফ্ফর আহমদ খালেদ সাহেবের (ত্রিনিদাদ)-এর পিতা ছিলেন। মুসি ছিলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীর সন্তান ছিলেন। অনেক গুনের অধিকারী ছিলেন। নেক, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, গরীবের প্রতি সহানুভূতি রাখতেন। তার জানাযাতে অনেক অ-আহমদীও শামিল হয়েছেন। তারা বলছিলেন, আজ আমরা এতিম হয়ে গেলাম। তিনি এম. টি. এ.-র মাধ্যমে তবলীগ করতেন অথবা ক্যাসেট এর মাধ্যমে লোকদেরকে তবলীগ করতেন। তার চেষ্টায় অনেকে বয়াত করেছেন। চতুর্থত আমাদের এক মোবাল্লেগ মুজাফফার আহমদ মনসুর সাহেব মৃত্যু বরণ করেছেন ৯ অক্টোবর ২০০৯ইং তারিখে। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনিও পশ্চিম আফ্রিকায় অর্থাৎ আইভেরিকোষ্ট, বুরকিনা ফাসুতে খিদমত করছিলেন। বর্তমানে ইসলাহ ইরশাদ ছিলেন। খুব পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। বাল্যকাল থেকে আমি তাকে চিনি। আতফালুল আহমদীয়াতে এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াতে আমরা একত্রে কাজ করেছি। খুব পরিশ্রমের সাথে এবং মনোযোগ সহকারে কাজ করতেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলের মর্যাদা উন্নীত করুন। পিছনে যারা রয়ে গেছেন তাদেরকে ধৈর্য্য দিন। মুজাফফর মনসুর সাহেবের স্ত্রী ছাড়াও দুই জন পুত্র এবং দুজন কন্যা সন্তান আছে। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে নিজ হিফাজতে রাখুন। আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(১২তম কিস্তি)

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সমূহঃ

রাষ্ট্র যখন বিস্তৃতি লাভ করলো আর খলীফাগণের যুগ এলো সেকালে বিশেষায়িত পন্থায় গরীবদের চাহিদাগুলো পূরণ করার প্রচেষ্টা নেয়া হলো। যেমন-হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে এমন রেজিষ্টার বানানো হলো যাতে দেশের সব লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো আর প্রত্যেকের জন্য রুটি ও কাপড় বরাদ্দ থাকতো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হতো যে প্রত্যেক পরিবারের কর্তা ব্যক্তি মাথাপিছু হিসাবে এই পরিমাণ খাদ্য শস্য, এতটুকু ঘি আর এতটা পরিমান কাপড় আর এতটা করে অন্যান্য জিনিসপত্র পাবেন নিজ পরিবারের জন্য। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সে ধনী বা গরীব যাই হোক তার জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা গুলো বরাদ্দ হয়ে যেতো। আর এ পদ্ধতি সে সময়ের চাহিদানুযায়ী যুগোপযোগী ও যথার্থ ছিল। আজকের বিশ্ব মনে করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তার মৌলিক চাহিদাগুলো জোগানোর পদ্ধতি প্রদানের সূচনাকারী বলশেভিজম। কিন্তু বাস্তবে এ পদ্ধতি ইসলামই প্রবর্তন করেছে এবং হযরত ওমর (রা.) এর যুগে যথার্থ পন্থায় তা কার্যকরও করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে এতো নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় যে, শুরুর দিকে হযরত ওমর (রা.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তাতে সেই সব শিশুদেরকে গণনায় আনা হয় নাই যারা মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ পান করতো। বায়তুল মাল থেকে শিশুদের জন্য সাহায্য বরাদ্দ শুরু হয় তখন, যখন শিশু মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। একারণে এক মা, তার শিশু সন্তানকে স্তন্যদান করা বন্ধ করে দেয়, যাতে বায়তুল মাল থেকে ওই শিশুর জন্য নির্ধারিত ভাতা পেতে পারে। এক রাতে, হযরত ওমর (রা.) টহলে বের হলেন। এক ঝুপড়ি ঘর থেকে কোন এক শিশুর কান্না তিনি (রা.) শুনতে পেলেন। সেই ঝুপড়িতে ঢুকে তিনি (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, শিশুটি কাঁদছে কেন? শিশুটির মা বললো, ওমর (রা.) এ নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন যে, শিশু যতক্ষণণ মায়ের দুধ পান করা না ছাড়ছে তার ভাতা বরাদ্দ হবে না, তাই আমি এই শিশুকে দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি যেন ভাতা বরাদ্দ হয়ে যায়, আর এরই জন্য সে কাঁদছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি স্বগোতক্তি করলাম, 'ওহে ওমর! না জানি কত আরব শিশুদের দুধ ছাড়িয়ে দিয়ে তুই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দুর্বল করে ফেলেছিস'।

এরপর তিনি (রা.) নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, জন্ম লাভের পর থেকেই প্রত্যেক শিশু ভাতা পাবে। অতএব, সেই যুগে এই ব্যবস্থা ছিল। আর যেমনটা আমি বলেছি সেই ব্যবস্থা ওই সময়ের চাহিদানুযায়ী যুগোপযোগী ছিল আর বরাদ্দটাও যথেষ্টই ছিল। হ্যাঁ, এটা সঠিক যে সে যুগে দারিদ্রে ও বিত্তে ব্যবধান এতটা ছিল না যা আজকাল দেখা যায়। সেকালে বাধ্যতামূলক কর ও সরকার এবং বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের সময়োপযোগী সাহায্য সহযোগিতা গরীব লোকদের অভাব পূরণ করে দিত। ব্যবসায়িক ও বানিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা সে যুগে এখনকার মত প্রকট ছিল না। তুলনামূলকভাবে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পদ নিয়মিত লুটে নিতো না আজকাল যেমনটা লুট করে নিচ্ছে। এজন্য আমরা স্বীকার করি যে, সে কালের গৃহীত ব্যবস্থা এ কালের পরিপূরক হতে পারে না, তবে নীতিগত দিক থেকে সেই শিক্ষা ও আদর্শ আজও উপযোগী ও কার্যকর। সে যুগে নব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা ছাড়াই সেই আয় থেকেই দিন পাড়ি দেয়া যেতো, যা অর্জিত হতো বাধ্যতামূলক কর বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁন্দা থেকে।

আর তাই সেকালে ওই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট মনে করা হতো তবে সেইব্যবস্থা একালে যথেষ্ট হতে পারে না। এখনকার যুগ সুশৃংখল এক যুগ। একালে বিশ্বের অস্থিরতা দেখে রাষ্ট্র সমূহ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দেশের অধিকাংশ ধন সম্পদ সরকারের হাতে থাকুক। আর বর্ণিত বিপ্লবগুলো সফল হলে অর্থাৎ ওগুলোর কোন একটি যদি সফল হয় তাহলেই ব্যক্তির হাতে অর্থ কড়ির পরিমাণ অবশ্যই কমে যাবে আর সরকারের হাতে চলে যাবে বেশী পরিমাণ, বলশেভিজম সফল হলেও আবার জাতীয় সমাজবাদ যদি সফল হয়ে যায় তবুও ফলাফল তাই হবে যে, ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ কমে যাবে আর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পদের অধিকাংশ সরকারের করায়ত্ত্বে চলে আসবে। তবে বর্ণিত ত্রুটিসমূহ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এতে সেই ক্ষতিও হবে, যাতে কতিপয় রাষ্ট্র অধিকতর নিরাপত্তা ও শান্তিতে কাটাবে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো ভীষণ দু:খ দুর্দশায় পতিত হবে।

বর্তমান যুগে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দরীদ্রদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য এক নবব্যবস্থার আবশ্যকতা

চলমান ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ইসলামী নীতিমালার যুগোপযোগী রূপ দিতে গিয়ে রসূল করীম (সা.) এর যুগে জনগণের কল্যাণার্থে যে কাঠামো গঠন করা হয়েছিল হুবহু সেই আকৃতির সরকার কাঠামো একালে নিশ্চিত ভাবেই সেই একই সফলতা বয়ে আনবে না, কেননা এখনকার পরিস্থিতি পরিবেশ ভিন্নতর। একই ভাবে রসূল করীম (সা.) এর পরবর্তী কালে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) প্রমুখ খোলাফায়ে রাশেদীন গণ যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এ যুগে হুবহু সেই সব ব্যবস্থাও ফলপ্রসূ হতে পারে না। অতএব, বর্তমান কালের এ যুগে ইসলামী বিধি বিধান গুলোকে এমন লাগসই রূপ দেয়া আবশ্যক যাতে এসব পার্থিব আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সৃষ্টিই হতে না পারে, আর একই সাথে অর্থ

সম্পদও ইসলামী ব্যবস্থাপনার হস্তগত হয়। বর্তমান যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সাম্য ও সমতার প্রতিবিধান করতে এবং সবার প্রয়োজন মেটাতে অত্যাবশ্যকীয় যে, যুগ খলীফা তার নিজ যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রায়োগিক রূপ দান করবেন। যেমনটা আমি বলেছি, হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত কালে নিয়মিতভাবে আদম শুমারী ও জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি হতো। প্রত্যেক ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ হতো আর 'ইসলামী বায়তুল মাল' এর তত্ত্বাবধানকারীরূপে প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করতো যে, প্রতিটি নাগরিকের বৈধ প্রয়োজন যেন মিটিয়ে দেয়া হয়। প্রথমদিকে বায়তুল মালে যে অর্থ সম্পদ জমা হতো তা সেনা সদস্যদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেয়া হতো। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ করলেন যে ইসলামী এক কোষাগার (Treasury) থাকবে আর এতে সেনা সদস্য ভিন্ন অন্য নাগরিকদেরও অধিকার থাকবে, তাই যাবতীয় অর্থ কড়ি শুধু সেনা সদস্যদের মধ্যেই নয় বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এক বৃহদাংশ সংরক্ষিত রাখা হবে যা থেকে দেশের গরীবদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো যায়। অর্থাৎ খলীফাগণ নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামী নির্দেশনার ব্যাখ্যা দান করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের চাহিদা পুরা করতে আরও পদক্ষেপ আবশ্যক আর সেই সব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন করতে জরুরী যে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কেউ আবিভূর্ত হউন এবং তিনি এই যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য এমন ব্যবস্থাপনা কাঠামো জগৎ সমক্ষে উপস্থাপন করে দিন যা পার্থিব ব্যবস্থাপনা নয় বরং ঐশী এক ব্যবস্থাপনা, সেই সাথে এমন এক ছাঁচ ও নমুনা দিয়ে দিন যা গরীবদের যা কিছু পাবার অধিকার রয়েছে তা গড়ে দেয় আর বিশ্বকেও অস্থিরতা থেকে মুক্ত করে। এখন প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে, মহানবী (সা.) প্রত্যাদিষ্ট এক মহাপুরুষের আগমন বার্তা আগাম দিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেকে তা বিশ্বাসও করে যে মহানবী (সা.) এর সু-সংবাদবহ ওই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন একজন মসীহ ও মাহদী। অবশ্যই তাকে এটাও মানতে হবে, এ যুগে যে সব ফেৎনা ফাসাদ, দ্বন্দ্ব সংঘাত, যুদ্ধ বিগ্রহ, কলহ বিবাদ আর দুঃখ-দুর্দশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে তা বিদূরীত করার মহা কর্মযজ্ঞ সেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষেরই ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিত যাতে ওই সব দোষ ত্রুটির উদ্ভব না হয় যেগুলো বলশেভিজম বিপ্লবের ফলে দেখা দেয়, সেই ত্রুটি বিচ্যুতিও না ঘটে যা কট্টর জাতীয়তাবাদের কারণে হয়। আবার জাতীয় সমাজবাদীদের আগ্রাসণ বা পূজিঁপতিদের শোষনের কারণে যে দুঃখ দুর্দশা তা থেকেও যেন জগৎ রক্ষা পায়। বিশ্ববাসী খাদ্য পায়, বস্ত্র পায়, বাসস্থান পায়, চিকিৎসা পায় আর শিক্ষারও সুযোগ লাভ করে। আবার মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ যেন বাধাগ্রস্থ না হয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও যোগ্যতা আর আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমানকে যেন ধূলিস্যাৎ করা না হয়। নির্যাতন নিস্পেষণ ও নিপীড়ন যেন করা না হয় আর জনগণের সম্পদও যেন কেড়ে নেয়া না হয়। শান্তি নিরাপত্তা আর পারস্পরিক ভালবাসা যেন অক্ষুন্ন থাকে। তবে এসব কিছু বজায় থাকার পরও ব্যবস্থাপনার অর্থ প্রাপ্তি যেন নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন হয়।

বতর্মান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে খাতামুল খোলাফা প্রদত্ত কৌশলপত্র

অতএব, বর্তমান যুগের প্রয়োজন মেটাতে **'খাতামুল খোলাফা'** এর অবশ্য করণীয় ছিল যে, তিনি ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি অনুযায়ীই কোন কর্ম-কৌশল অবলম্বন করবেন আর বিশ্ব থেকে এই সঙ্কটের বিলুপ্তি ঘটাবেন। আমার এই বক্তব্যের পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে আমি অবহিত করবো যে তিনি কীভাবে খোদা তাআলার নির্দেশানুযায়ী এই মৌলিক চাহিদার অপরিহার্য উপাদানগুলোর প্রাপ্তি সামষ্টিক আকারে নিশ্চিত করেছেন।

গরীবদের দুঃখ দুর্দশা দূর করনার্থে ইসলামী নীতিমালা এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতিসমূহঃ

আমি পূর্বে বলে এসেছি যে ইসলামের সৌন্দর্যপূর্ণ শিক্ষা সমূহ হলো-

প্রথমঃ প্রতিটি মানুষের চাহিদা পূরণ করা।

দ্বিতীয়ঃ কিন্তু সেই কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তির সংবেদী আবেগ অনুভূতিগুলো যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

তৃতীয়ঃ চাপ প্রয়োগ না করে ধনীদের স্বপ্রনোদনা থেকে যেন এ কাজ সম্পাদিত হয়।

চতুর্থঃ এ ব্যবস্থাপনা দেশ ভিত্তিক না হয়ে যেন বিশ্বজনীন হয়।

এ কালের চলমান সব আন্দোলনই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত হয় কিন্তু ইসলাম সেই বিপ্লব সাধন করে যা রাষ্ট্র ভিত্তিক নয় বরং আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন।

ইসলামী আদর্শের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের সবটাই বর্ণিত এই চার মূলনীতির মাঝে নিহিত। এই চারটি মূল নীতি কোন ব্যবস্থাপনার মাঝে পাওয়া গেলে আমরা বলতে পারি যে, সে ব্যবস্থাটিই সবচেয়ে কল্যাণকর আর তুলনামুলকভাবে পরিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে বিশ্বের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে ১৯০৫ ঈসাব্দে নব ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপন

এবারে আমি জানাচ্ছি, ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা অনুযায়ী আবারও বিশ্বে কীভাবে এক নব ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রাখা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এই চারটি উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নায়েব (প্রতিনিধি) এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আল্লাহ তাআলারই দেয়া বিধি বিধান অনুযায়ী কীভাবে তা সম্পন্ন করেছেন । বলশেভিজম, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র, জাতীয় সমাজবাদ এ সব আন্দোলনেরই সূত্রপাত ঘটেছে যুদ্ধবিগ্রহের পর। হিটলার, মুসোলিনী, ষ্ট্যালিন এদের সবারই উত্থান হয়েছে যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটিয়ে। অর্থাৎ এই সবগুলো বিপ্লব যারা বিশ্বে এক নব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীদার এদের সবারই উত্থান ১৯০৯ থেকে ১৯২১ ঈসাব্দ সময় কালের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নব বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রেখেছেন ১৯০৫ ঈসাব্দে আর তিনি (আ.) তা রেখেছেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা **'আল ওসীয়্যত'** প্রণয়নের মাধ্যমে।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

সৈয়্যদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর প্রথম ঐতিহাসিক বক্তৃতা

হুযূর (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলেন,

"বন্ধুগণ! শ্রবণ করুন। আমার দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহ্ তাআলা এক অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। হে আমার প্রিয়গণ! তার পর আমার বিশ্বাস, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তাআলার রাসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি তার পরে এমন আর কেউ আসতে পারে না, যে তাকে দেওয়া প্রদত্ত শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র কিছু রহিত করতে পারে।

হে আমার প্রিয়গণ! আমার সে প্রিয় প্রভু সাইয়েদুল আম্বিয়া (সা.) এরূপ আযিমুশ্‌শান মর্যাদার অধিকারী যে, যে কোন ব্যক্তি তার দাসত্বে বিলীন হয়ে পূর্ণ অনুসরণ এবং বিশ্বস্ততার বদৌলতে নবীর পদমর্যাদা পর্যন্ত লাভ করতে পারে। এটি সম্পূর্ণ সত্য আঁ হযরত (সা.) এর এরূপ শান ও মর্যাদা রয়েছে যে তাঁর সত্যিকার দাসত্বে একজন নবীর আগমন সম্ভব। এটি আমার ঈমান এবং কথাটি আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি।

অত:পর আমার বিশ্বাস হল কুরআন মজীদ এমন এক প্রিয় গ্রন্থ যা আঁ হযরত (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সর্বশেষ গ্রন্থ এবং সর্বশেষ শরীয়ত। এর পর আমার বিশ্বাস যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ই হলেন সেই নবী যার সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে। এবং তিনি হলেন সেই ইমাম যার কথা বুখারীতে রয়েছে। আমি আবারো বলছি, এখন ইসলামী শরীয়তের মধ্যে থেকে কোন অংশেরই রদ সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাইনদের কৃতকর্মের অনুসরণ কর। তারা রাসূল করীম (সা.) এর দোয়া এবং তরবিয়তের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূল করীম (সা.)-এর পর যে দ্বিতীয় ইজমা (সর্ববাদী সম্মত মতামত) সংঘটিত হয়েছিল তাই হল খিলাফতে হাক্কা রাশেদার সিলসিলাহ। গভীর মনযোগের সাথে দেখ এবং ইসলামের ইতিহাস পাঠ কর,–দেখবে ইসলামের যে উন্নতি খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন সে খিলাফত ব্যবস্থা কেবল সরকারের আদলে পরিবর্তীত হয়েছিল তখন তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। আর এরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে যে, আজকের ইসলাম এবং মুসলমানদের অবস্থা তোমরা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারছো। তেরশত বছর পরে আল্লাহ্ তাআলা সেই মিনহাজিন নবুওয়াত এর প্রবহমানতায় হযরত মসীহ্ মাওউদকে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক প্রেরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই খিলাফতে রাশেদার সিলসিলা পুণরায় জারী হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ মওলানা হেকীম নূরউদ্দীন সাহেব–তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চে অধিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ্ তাআলার কোটি কোটি রহমত এবং বরকত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক যেরূপভাবে তার হৃদয়ে আঁ হযরত (সা.) ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তাঁর প্রতিটি শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত ছিল জান্নাতেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সেই পবিত্র সত্ত্বা ও প্রিয়দের নিকটবর্তী করুন। তিনি এই জামা'তের প্রথম খলিফা ছিলেন। আমরা সকলে সেই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেছিলাম।

সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এই সিলসিলা কায়েম থাকবে ইসলাম আপন প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সাথে ক্রমাগত উন্নতি করে যাবে। কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে আমাকে এই বোজা বহন করতে অনুরোধ করেছিলে এবং তোমরা তোমাদের বয়আতের মাধ্যমে তার প্রকাশও ঘটিয়েছ। তাই আমি তোমাদের সম্মুখে স্বীয় অবস্থা তুলে ধরাকে উপযোগী মনে করেছি। আমি সত্যি সত্যি বলছি, আমার হৃদয়ে ভীষণ ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং আমি আমার আপন অস্তিত্বকে খুবই দুর্বল মনে করছি। হাদীসে এসেছে, তুমি তোমার গোলামকে সেই কাজের কথা কখনোই বল না যা তোমার দ্বারা অসম্ভব। তোমরা আমাকে এখন গোলাম বানাতে চেয়েছ, তাই আমাকে এমন কোন কাজের কথা বল না যা আমি করতে পারব না। আমি জানি আমি খুবই দুর্বল ও এক গুনাহগার বান্দা। আমি কিভাবে দাবী করতে পারি, আমি সারা জগতকে হেদায়াত করতে পারবো! হক এবং সত্যতার পথকে আরো বিস্তৃত করতে পারবো! আমরা নগণ্য পক্ষান্তরে ইসলামের শত্রুসংখ্যা গণনাতীত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযল ও করুণায় এবং তাঁর সীমাহীন মহিমার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তোমরা এই বোঝা আমার ওপর অর্পিত করেছ।

তাই শুন! এই দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য তোমরা আমাকে সাহায্য কর আর এটা এভাবে যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার ফযল এবং সামর্থ্য কামনা কর। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও অনুবর্তিতায় আমার আনুগত্য কর। আমি মানুষ এবং একজন দুর্বল মানুষ। আমার থেকে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে তা তোমরা দেখেও না দেখবে। তোমাদের থেকেও বিভিন্ন ভুলের উদ্রেক হবে, আমি খোদা তাআলাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা মনে করে এই অঙ্গীকার করছি আমি তোমাদের ভুলগুলি এড়িয়ে যাব এবং তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবো। আমার এবং তোমার সম্মিলিতভাবে একত্র হওয়ার মাঝেই এই সিলসিলার উন্নতি এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। সুতরাং এখন তোমরা আমার সাথে যে সম্পর্কের সূত্রপাত করেছ তাকে বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা কর। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের (গোপন বিষয়াবলী) আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এড়িয়ে চলব। কিন্তু এই

জন্য। ন্যায় আদেশের স্বরূপ হিসেবে আমার আনুগত্য এবং অনুবর্তিতা করতে হবে। নাউযুবিল্লাহ! যদি আমি এমন কোন কথা বলি যে, খোদা তাআলা এক অদ্বিতীয় সত্তা নয়-তাহলে সেই সত্তার কসম যার হাতে আমাদের সকলের প্রাণ, যিনি এক-অদ্বিতীয় এবং লাইসা কামিসলিহী শাইয়্যান অর্থাৎ তাঁর কোন সমতুল্য নেই। (সূরা আশ শোআরা : ১২) তাহলে এমতাবস্থায় আমার এরূপ কোন কথা কখনোই গ্রহণ করবে না।

যদি আমি নাউযুবিল্লাহ্ নবুওয়াতের কোন ত্রুটি দুর্বলতা তোমাদেরকে বর্ণনা করি তাহলে এমতাবস্থায়ও তোমরা আমার কথা শুনবে না। যদি কুরআন করীমের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করে প্রকাশ করি তাহলে আবারো খোদার কসম দিয়ে বলছি–আমার সে কথা মানবে না, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী মারফত যে সকল শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন যদি তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলি তাহলে কোন অবস্থাতেই সেগুলো পালন করবে না। হ্যাঁ! তারপর আমি আবারো বলছি এবং পুণরায় আমি বলছি, ন্যায়সঙ্গত আদেশের ক্ষেত্রে কখনোই আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। যদি ইতায়াত এবং অনুবর্তিতার সাথে কাজ কর এবং আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা দৃঢ়রতার সাথে পালন কর তাহলে মনে রাখবে, আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম ফযল ও কৃপার হাত আমাদের সাহায্য-সহায়তা করবে এবং সম্মিলিতভাবে কৃত দোয়াগুলি সাফল্যের মুখ দেখাবে। আমি আমার মাওলা করীমের ওপর পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা রাখি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিশেষে আমারই বিজয় হবে।

গত পরশু জুমআর দিন আমি একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমার উরুতে ব্যাথা অনুভব করছিলাম। আমি মনে করলাম হয়তোবা কোন রোগ ব্যাধি প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। তখন আমি চিন্তিত হয়ে দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম এ কি শুরু হল! আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন "ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ দারে" অর্থাৎ আমি এমন প্রত্যেককে যারা তোমার ঘরের চতু:সীমায় বসবাস করবে তাদের রক্ষা করব,–এই অঙ্গীকার তো খোদা তাআলা তার জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। হয়তো বা খোদা মসীহের পর এই ওয়াদা কার্যকর থাকবে না কেননা এরূপ পাক-পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব তো আমাদের মাঝে বিরাজমান নেই। এমন চিন্তিত হবো অবস্থাতেই আমার মনে হল এটা কোন স্বপ্নের অবস্থা নয় বরং জাগ্রত অবস্থা। আমার চোখ খোলা ছিল। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের অবস্থা আমার দৃষ্টিতে পড়ল। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পেলাম–এক শুভ্র এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল নূর। যা নীচ থেকে এসে ওপরের দিকে চলে যাচ্ছে এটি এমন নূর ছিল। যার না শুরু ছিল না শেষ। সেই নূরের মাঝ থেকে একটি হাত বের হয়েছিল সে হাতে এক পরিস্কার ধবধবে এক বাটি দুধ ছিল–যা আমাকে পান করানো হল। যার পরে আমি প্রশান্তি বোধ করতে থাকলাম, আমার কোন কষ্টই রইলো না। এতটুকু অংশ পর্যন্ত আমি শুনিয়েছিলাম। এর দ্বিতীয় অংশ সেই সময় আমি বর্ণনা করিনি। এখন বর্ণনা করছি। যখন সে পেয়ালা আমাকে পান করানো হল তখন সাথে সাথে আমার মুখ থেকে এই কথা নি:সৃত হল যে, আমার উম্মতও কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আমার কোন উম্মত অনুসারী নেই। তোমরা তো আমার ভাই। কিন্তু এই সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ন্যায় যে সম্পর্ক আঁ হযরত (সা.) এর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছিল। এই সম্পর্ক থেকে যে চিন্তা-ভাবনার জন্ম হয়েছে তা হচ্ছে, যে কাজকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জারী করেছেন সময়ের আবর্তনে সেই দায়িত্ব আজ আমার স্কন্ধে তাঁর সময়ে ন্যাস্ত। সুতরাং দোয়া করতে থাক এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন করতে থাক। কাদিয়ানে আগমনের জন্য চেষ্টা কর এবং বার বার আসতে থাক। আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এই কথা অসংখ্যবার শুনেছি, যে ব্যক্তি পুনবার এই কাদিয়ানে আগমন করে না সন্দেহ আছে যে, তাঁর ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে। ইসলামকে প্রসারিত ও বিস্তৃত দান করাই আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। সুতরাং এই কাজকে পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে আমাদের এক সাথে কাজ করা উচিত যেন আল্লাহ্ তাআলার অশেষ আশীস কল্যাণের বারিধারা আমাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকে। আমি আবারো তোমাদের বলছি, আবারো বলছি এবং আবারো বলছি–তোমরা এই মাত্র আমার কাছে বয়আত করেছ এবং আমার সাথে তোমাদের এক দৃঢ় ও মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করেছ। যে সম্পর্ক তোমাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথেও ছিল। এখন এ সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বস্ততার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। আমাকে তোমাদের দোয়ায় স্মরণ রাখ। আমিও অবশ্যই তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। তোমাদের হৃদয়ে গাঁথার জন্য একটি কথা বলছি, তা হল, আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন দোয়া করিনি। যেখানে আমি জামা'তের সদস্যদের জন্য দোয়া করিনি। কিন্তু এখন পূর্বের চেয়ে আরো বেশি দোয়াতে তোমাদের স্মরণ রাখবো। আমার অন্তরে দোয়ার জন্য এরূপ উৎসাহ উদ্দীপনার উদ্রেক পূর্বে কখনো হয়নি যার মধ্যে আমি জামা'তের সদস্যদের জন্য দোয়া না করেছি। অতএব, ভালভাবে শুনে নাও, এমন কোন কাজ করো না–যার ফলে তোমরা খোদার অবিশ্বস্ত বান্দায় পরিগণিত হও। আমাদের দোয়া এই হোক–আমরা মুসলমানরা মুসলমানরূপে জীবিত থাকি এবং মুসলমান হিসেবেই মৃত্যুবরণ করি ......" আমীন।

[আল ফযল, কাদিয়ান ২১ মার্চ ১৯১৪, পৃ: ২-৩] [খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা, তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান, পৃ: ৩০]

ভাষান্তর : **আহমদ জাকির হোসেন**

ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন- ২০শে ফেব্রুয়ারী

আর ক'দিন পরেই ২০ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে কেটে গেছে ১২৪টি বছর। শুধু আহমদীয়াতের ইতিহাসেই নয় বরং ইসলামের ইতিহাসেও ২০ ফেব্রুয়ারী দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত রসূলে করীম (সা.) আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন "শেষ যুগে মসীহ্ মাওউদ আগমন করবেন এবং বিবাহ করবেন ও সন্তান লাভ করবেন"। আমরা সবাই জানি, সন্তান লাভ করা একটা সাধারণ ব্যাপার। তবে এখানে শেষ যুগের মসীহর যে সন্তানের কথা বলা হয়েছে তা এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সন্তান অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হবেন। পৃথিবীতে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আল্লাহ্ তাআলা পাঠান, যাদের আগমন বার্তা আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্মের পূর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন। এমন-ই এক ক্ষণজন্মা মহান সত্তা ছিলেন হযরত মুসলেহ মাওউদ মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম করেন–**"তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী"**। সে অনুযায়ী তিনি (আ.) হুশিয়ারপুর যান। সেখানে ৪০ দিন নিরবে নিভৃতে দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এক মহান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী এক প্রচার লিপিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) 'সবুজ ইশতেহার'-এর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে তা জানিয়ে দেন। সেই প্রচার লিপিতে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন কেমন হবে তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় "সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। তার সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে, সে পৃথিবীতে এসে তার সঞ্জীবনী শক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে"। আরো বলা হয় "সে অত্যন্ত ধর্মীয় প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে"।

ইলহাম মতাবেক যথা সময়ে প্রতিশ্রুত এ সন্তানের জন্ম হলো। নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। জগত দেখেছে, কিভাবে তাঁর মাঝে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা প্রকাশ হয়েছে। আরো এটাও দেখেছে কিভাবে সেই প্রচার লিপির সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি জামা'তে আহমদীয়ার ২য় খলীফা নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিঃস্ব, দূর্বল, ছোট, অসহায় অর্থ সম্পদহীন জামা'তকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। জামা'তকে উপমহাদেশের গন্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ৪৬টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দীর্ঘ ৪০ দিন হুশিয়ারপুরে নীরবে নিভৃতে দোয়া করেন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। কারণ তিনি সত্য মাহদী, আর সত্য মাহদীর সত্যতা প্রকাশ স্বরূপ এমন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সন্তান লাভ করা তাঁর সত্যতার নিদর্শন ছিলো। দোয়া কবুল করে আল্লাহ্ তাআলা মুসলেহ্ মাওউদ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে ঐশী বাণী মারফত জানান "আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ। হে বিজয়ী তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্য তার যাবতীয় আশীষ সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ণ করে এবং মানুষ বুঝে যে, খোদা তাআলা সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা করেন, করে থাকেন এবং যেন তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব তাঁর রাসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হলো। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত সন্তান হবে।"

তাঁর সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে **'কালেমাতুল্লাহ্'**-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ

খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাঁকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে, (এর অর্থ বুঝি নাই) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র।

"মাযহারুল আওওয়ালে ওয়াল আখেরে মাযহারুল হাক্কে ওয়াল-উ'লা কাআন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামা।"

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসতেছে, জ্যোতি। খোদা তাকে তাঁর সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার নিকট হতে আশিস লাভ করবে। তখন তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরা মকযিয়া (অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র আসল মীমাংসা)। (ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সন, সৌজন্যে ঃ পাক্ষিক আহমদী-১৯৬৩)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ-ও ঘোষণা করেন, উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে শুভ সোমবার প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনযায়ী বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে এটি প্রকাশ করেন, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খিলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্ তাআলার নিকট হতে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন।

এই অসাধারণ গুণধর পুত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাভ করবেন তা তিনি জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন যে, ১৮৮৬ সন হতে ৯ বছরের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হবে। ৯ বছরের মেয়াদ নির্দ্ধারণ একটা অসাধারণ ব্যাপার। কেননা এই ৯ বছর মেয়াদ নির্দ্ধারণ করা তিনি নিজের ও তাঁর বিবির জীবিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় কথা বলা কি সম্ভব? এই ৯ বছর নিজেরা হয়তো জীবিত থাকলেন, কিন্তু সন্তানাদি লাভ তো না-ও হতে পারে। আর যদি সন্তান হয় তাতো পুত্র সন্তান নাও হতে পারে। বা পুত্র সন্তান হলেই কিন্তু সেই পুত্র এতগুলি গুণের অধিকারী যে হবে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে? অতএব এতগুলি সংশয় ভেদ করে যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তা হলে অবশ্যই বলার আর কোন অপেক্ষা রাখে না যে তিনিই সত্য মাহদী। আবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর প্রকাশ হওয়া এবং অসাধারণ গুণধর হওয়া এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বড় একটা প্রমাণও বহণ করে। তাই আমরা বলতে পারি-

ধন্য হে রাসূল (সা.)

ধন্য তোমার পবিত্র বাণী

ধন্য হে মসীহ্ মাহদী (আ.)

ধন্য তোমার ইলহাম।

ধন্য মাহদীপুত্র মাহমুদ (রা.)

তুমিই যে প্রতিশ্রুত সেই সন্তান

তুমিই যে মুসলেহ্ মাওউদ।

আপনারা সবাই জানেন, আহমদীয়া জামা'তের ওপর শুরু থেকেই চরম বিরোধিতা হয়ে আসছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সময় চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও, এমনকি আততায়ীর গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও তিনি ৭৬ বছর জীবিত ছিলেন। আর এই দীর্ঘ জীবন কোন সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জীবন ছিলো না, তাঁর জীবন ছিলো অসাধারণ যা কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ কৃপার ফলেই লাভ করা সম্ভব। তিনি একাধারে দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যক্তিগত ও খিলাফত জীবনে তাঁর মত দৃঢ়চিত্ত ও উৎসাহী ব্যক্তিকে একমাত্র হযরত ওমরের (রা.) সাথে তুলনা করা যায়। তাই তো ইলহামের মাধ্যমে তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁকে 'ফজলে ওমর' নাম দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের প্রথম যুগের দ্বিতীয় খলীফা ও শেষ যুগের দ্বিতীয় খলীফায় কি আশ্চর্যই না মিল ছিল।

আমরা নিঃসন্দেহে এটা বলতে পারি, সকল দিক থেকেই, বিশেষভাবে খোদা তাআলার প্রেম ও আকর্ষণের দিক থেকে তিনি তাঁর পিতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ভাবে ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামা'ত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খুতবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামা'ত ও নেযামে খিলাফতের দৃঢ়ভিত্তির প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনরূপে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এক খোদার বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছিয়েছেন যার ফলে ত্রিত্ববাদের বহু দেশ এবং জাতির লোকেরা প্রকৃত এক খোদার সন্ধান লাভ করার সৌভাগ্য

পেয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ৪৬টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতে লাখ লাখ পথহারা মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পায়। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মুবাল্লেগ আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনাকে তিনি স্বার্থক করেন। তাঁর নেতৃত্বে বলা চলে ইসলামের জয়যত্রার নব-সূচনা সংগঠিত হয়। পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা কার্যকরী করা আর জামা'তকে নিঃস্ব দূর্বল, ছোট, অসহায় অর্থসম্পদ হীন অবস্থা থেকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করে গেছেন। এবং জামা'তকে বিরোধী দলের কবল থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ তাঁর অপরিসীম বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। আর পার্থিব দিক থেকেও তাঁর জীবদ্দশায় বহু জাতি পরাধীনতার বন্দী শিবির হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাও ছিল অতুলনীয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতায়ও অবদান রেখেছেন। আর ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ফিলিস্তিন ও মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছেন। ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যে অবদান রেখে গেছেন তার সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করাও এ অধমের পক্ষে সম্ভব নয়। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিক নির্দেশনানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমীন। কালামে মাহমুদ থেকে দু'টি লাইন উল্লেখ করে শেষ করছি-

"দুশমন কো জুল্‌ম কি বরছী ছে তুম সিনা ও দিল বরমানে দো

ইয়ে দরদ বাহেগা বানকে দাওয়া, তুম সাবর করো ওয়াক্‌ত আনে দো।"

মাহমুদ আহমদ সুমন

নামাযে বিনয় ও নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন-'যিকরে ইলাহী' নামে আমার একটি পুস্তিকাতে আমি এরূপ অনেক পদ্ধতি বর্ণনা করেছি যার মাধ্যমে নামাযে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হতে পারে।

আসল কথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এটি প্রথমে দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হোক বা না হোক নামায একটি ফরয যা তাকে আদায় করতেই হবে। এই বিষয়গুলো আনুসঙ্গিক বাড়তি গুণ হিসেবে গণ্য হয়। এসব গুণ খোদা তাআলা প্রদত্ত পুরস্কার বিশেষ আর যদি তা লাভ না হয় তাহলে এই সমস্ত গুণ অর্জিত না হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাআলার প্রবর্তিত ফরয আদেশ পালনে কোন ধরনের উদাসীনতা প্রদর্শন করা যাবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন তোমরা খোদা তাআলার হক আদায় করার জন্য নামায পড়তে থাক। যদি তোমাদের নামাযে স্বাদ না আসে তবে না আসুক তুমি তোমার ফরয আদায় করতে থাক।

যা হোক এই বিষয়েও অস্বীকার করা যায় না যে ব্যক্তির নামাযে পূর্ণ স্বাদ আসে না তার দায়িত্ব অন্যদের থেকে আরো বেড়ে যায়। কেননা তার অর্থ এই যে, তার হৃদয় স্বচ্ছ নয়, আর যার হৃদয় স্বচ্ছ নয় তাকে আরো গভীর মনোযোগের সাথে নামায পড়া উচিত। যদি চার রাকাআতে তার হৃদয় স্বচ্ছ না হয় তাহলে আট রাকাআত পড়া উচিত। আট রাকাআতে যদি হৃদয় স্বচ্ছ না হয় তাহলে বারো রাকাআত পড়া উচিত যে পর্যন্ত না তার হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। যে পর্যন্ত না বিনয় ও নম্রতার সম্পর্ক হয়। বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হউক বা না হোক এতে মানুষের পরওয়া করা উচিত নয়, সে তার সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা শয়তানের সাথে মোকাবেলা করতে থাকবে। যখন তার হৃদয় পরিস্কার হয়ে যাবে তখন সে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহপূর্ণ সেই পুরস্কারও অর্জন করবে। কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিনয় ও নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে আমি এটি বলে দিতে চাই যে, বিনয় ও নম্রতা সেই সময়ে সৃষ্টি হয় যখন কোন মানুষের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস থাকে আর তা তার থেকে হারিয়ে যায়। তখন তার হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি হয় কোন জিনিস আমার কাছে ছিল যা এখন আমার কাছে নেই। কেবল তখনই সেই ব্যথার সৃষ্টি হয়। যখন কোন জিনিস অর্জনের জন্য মানুষের ভিতর সত্যিকার ব্যগ্রতা পাওয়া যায়।

ব্যথা কিভাবে সৃষ্টি হয়

ব্যথা দুই ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত: এরূপ অবস্থায় যখন মানুষের কাছে কোন জিনিস তো থাকে কিন্তু তা হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন সে অনেক আঘাত পায়। মানুষের আত্মীয় স্বজন মারা গেলে যেরূপ আঘাত পায় অথবা কোন জিনিস অর্জনের জন্য প্রচন্ড আগ্রহ থাকে তখন তার হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি হয় আর তখন সে চায় সেই জিনিস যেন সে পায়। যেমন কোন ব্যক্তি চাকুরীর সন্ধানে আছে তার দু:খ এই যে আমি যেন তাড়াতাড়ি একটি চাকুরী পেয়ে যাই। আর যদি কোন জায়গা খালি থাকে আর সেখানে অনেক লোক আবেদন করেছে তখন সে ঘাবড়িয়ে যায় এবং এদিকে ওদিক দৌড়াতে থাকে, জানিনা অফিসার কার জন্য সুপারিশ করবেন। এছাড়াও দেখা যায়, কাছে সন্তান না থাকলে সে কান্না করে, সন্তান কেন নাই। সন্তান মরে গেলে কান্না করে কেন মরে গেল। বিবাহ না হলে কান্না করে কেন বিবাহ হয় না। বিয়ের পর তার স্ত্রী মারা গেলে তখন সে কান্না করে মারা গেল কেন? টাকা পয়সা না থাকলে কান্না করে

কেন টাকা পয়সা নেই আর টাকা অপচয় হয়ে গেলে কান্না করে টাকা অপচয় হলো কেন।

কোন কিছুর প্রাপ্তির তীব্র আকাংখা

বিনয় ও নম্রতার প্রকৃত উপাদান এটিই যে কোন জিনিস অনুসন্ধানের প্রচন্ড ইচ্ছা মানুষের মাঝে পাওয়া যায় অথবা তার থেকে কোন প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়। নামাযের মাঝেও বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করার এই দুই পদ্ধতি অথবা মানুষের নিজের অনিষ্ট এবং গুনাহের মন্দ থেকে রক্ষা পেতে সে চায় আমার গুনাহ যেন আমার থেকে দুরে চলে যায়। আমার প্রভু যেন আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি ও সৌভাগ্য থেকে অংশ দান করেন।

সাধারণ মানুষের জন্য: সূরা ফাতেহা একটি নিদর্শন

এরূপ প্রচন্ড আগ্রহের অবস্থায় যখন সে **'আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন'** বলবে তখন বলা মাত্রই তার গুনাহর কথা মনে পড়বে তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি **রাব্বুল আলামীন** তোমার এমন কি ক্ষতি হবে যদি তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে নাও। যখনই সে এই বাক্যগুলো বলবে তখন নিজের অজান্তে তার কান্না এসে যাবে। সে কাদবে আর বলবে, হে খোদা! আমিও তো তোমার জগতের এক ব্যক্তি। তবুও কি তোমার রহমতের দৃষ্টি এই গুনাহগার বান্দার ওপর পড়বে না, আর আমি কি এভাবেই তোমার দরজায় চিৎকার করে মরে যাব?

আর যখন রহমানিয়াতের কথা আসবে তখন তার মনে হবে আল্লাহ্ তো তিনি যিনি কোন কাজের বিনিময় ছাড়া এবং না চাইতেই তিনি তার পুরস্কার তার বান্দাদের দিয়ে থাকেন। এ সময়ে তার গুনাহর কথা মনে পড়বে এবং সে বলবে, হে খোদা! আমি আত্মসমর্পণ করছি। আমার কাছে কোন পূণ্য নেই কিন্তু তুমি তো রহমান (খোদা)। তোমার থেকে যদি আমি এই আকাংখা করি যে কোন নেকী ছাড়াই তুমি তোমার **রাহমানিয়াতের** বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করে দেবে। তাহলে এতে কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে। এই বলে সে **রাহীমিয়াতে** পৌছবে এবং বলবে–হে রাহীম খোদা তুমি কারো নেকী নষ্ট কর না। নি:সন্দেহে আমি গুনাহগার। কিন্তু কে এরূপ ব্যক্তি যার ভিতরে শুধুই গুনাহ রয়েছে, সামান্য পরিমাণ নেকীও তার মাঝে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নাই যার দ্বারা কখনও না কখনও কোন পুণ্য কাজ সম্পাদিত হয়নি। যখন পৃথিবীতে এই অবস্থা তখন এই দৃশ্য দেখে এবং খোদা তাআলার রাহিমীয়াতের গুণ দর্শন লাভ করে সে খোদা তাআলাকে বলবে, নি:সন্দেহে আমার পুণ্য কম, পাপ বেশি। কিন্তু তুমি তো রাহীম খোদা! তুমি ছোট বিষয়েও অনেক বড় প্রতিদান দাও। যদি তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও আর আমার কোন ছোট নেকীকে গ্রহণ করে নাও তাহলে এটি তোমার যথাযথ মাহাত্ম অনুযায়ী হবে।

তারপর **মালেক ইয়াওমেদ্দীন** এর শব্দ আসে এবং সে বলে, হে খোদা! তুমি তো আমার মালিক, যদি আমি কোন বিচারকের কাছে যাই তখন সে বলবে তোমার এই অপরাধের জন্য আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে এতটুকু শাস্তি অবশ্যই দিব। কিন্তু তুমি মালিক, তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করতে পার কেননা এ ক্ষমতা তোমার আছে। আর সে খোদা তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আমার বিষয়সমূহ এমন সত্তার সামনে রয়েছে যিনি মহাসত্তাধিকারী, এমন সত্তার সামনে নয় যিনি শুধুমাত্র বিচারকের যোগ্যতা রাখেন। এই ভাবে সে সাথে সাথে চলে প্রত্যেক অবস্থায় নিজের উদ্দেশ্য সফল করে নেয় এবং বলে, হে খোদা! যখন তুমিই আমার মালিক তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দাও।

এই ভাবে সে আল্লাহ্ তাআলার রহমত আদায় করতে থাকে আর এরূপ কোন আয়াতও আসে না, যার মাঝে সে খোদা তাআলার সেই গুণের দোহাই না দেয়। যেই আয়াতে বলা হয়েছে তিনি নিজের প্রত্যার্পনকৃত জিনিস ফেরত নেন না। তার মুর্তমান নম্রতাকে প্রকাশ করে **ইয়্যাকা না'বুদু** বলে সে আল্লাহ্ তাআলার নিকটে এবং বলে, হে খোদা আমি তোমার এক বান্দা। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখে একটি মাছির সমানও শক্তি রাখি না। মাছি মেরে তুমি কি হাত কালা করবে। তুমি তো অনেক বড় সত্তা আর আমি এত তুচ্ছ জিনিস তোমার একটি ছোট ইশারায় মুহূর্তের মাঝে ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তোমার শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতার জোর এটাই যে, আমার ওপর তুমি তোমার অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখ। আমার মত অপদস্থ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে তুমি কি পাবে! যখন সে **ইয়্যাকানাস্তাঈন** বলে তখন সে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসাকে পুনরায় উত্তেজিত করে এবং সে বলে, হে খোদা! তুমি ব্যতীত আমার আর কেউ নেই, আর এটি এমন কথা যা বলতেই মানুষের মাঝে কোমলতা প্রকাশিত হয়। সে কাঁদতে থাকে আর বলে, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? আমি যদি তোমার কাছে না যাই তাহলে কার কাছে যাব। যদি তার সত্যিকার অর্থে নিজ গুনাহসমূহের অনুভূতি হয় আর যদি তার আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতি পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কান্না জরুরী হয়ে পড়ে।

সূরা ফতিহা মুত্তাকীদের জন্যও একটি বড় নিদর্শন :

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনে অগ্রগামী হতে যখন তার আগ্রহ আছে। তখন সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতে তার কান্না আসতে পারে। যখনই সে **আলহামদুলিল্লাহ** বলে তখনই তার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই। যদি আমি তোমার নিকট থেকে কোন অংশ পেয়ে যাই তাহলে আমি অধিক আগ্রহের সাথে তোমার প্রশংসা করব। আমি তোমার সাক্ষাৎ চাই যা এখনো হয়নি। নি:সন্দেহে

আমি **আলহামদুলিল্লাহ্** বলি। কিন্তু হে খোদা! পার্থিব দিক থেকে তোমার যে পুরস্কার রয়েছে আমি সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি। তুমি আমাকে বাক-শক্তি, হৃদয়, বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি এবং চক্ষু দান করেছ। যার মাধ্যমে আমি দেখতে পাই। পা দিয়েছ যার মাধ্যমে আমি চলাফেরা করতে পারি। হাত দিয়েছ যার মাধ্যমে আমি কাজ করি। আর আমি তোমার প্রতিটি নেয়ামতের প্রশংসা করি কিন্তু হে খোদা প্রকৃত প্রশংসা তো তার মাঝে যে, আমি তোমাকে লাভ করি। তোমাকে লাভ করার পর যে প্রশংসা আমি করব তা গাফিলতির অবস্থায় কিভাবে করতে পারি।

যখন **রাহমানিয়্যাত** এর কথা বলা হয় তখন সে বলে, হে খোদা তুমি তো লোকদেরকে বিনামূল্যে দান করে থাক। যেখানে তুমি এত জিনিস বিনামূল্যে দিয়ে রেখেছ সেখানে তুমি তোমার প্রেম-ভালবাসাও আমাকে দান কর।

আর যখন **রাহিমিয়্যাত** এর কথা আসে তখন সে বলে, হে খোদা তুমি তো কাজের বিনিময়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে থাক, আমি এমন কোন কাজ করিনি তারপরও তুমি আমাকে এ সকল পুরস্কার দিয়েছ। কিন্তু হে খোদা আসল জিনিস এখনো আমি পাইনি। হে আল্লাহ্ তোমার পুরস্কারের ধারাবাহিকতায় কি এখনো সেই সময় আসেনি যে আমি তোমার ভালসাসা, তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং তোমার সাক্ষাৎ লাভ করি আর আমিও তোমার প্রিয় বান্দাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

তারপর **মালিকি ইয়াওমেদ্দীন** এর কথা আসে তখন সে বলে, হে খোদা তুমি বিচার দিবসের মালিক আর সকল সিদ্ধান্ত তোমার আদেশ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমিও তোমার সমীপে দন্ডায়মান এবং তোমার থেকে পুণ্যের প্রতিদান চাই। নি:সন্দেহে তুমি বিভিন্ন লোকদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিদান দিয়েছ। আমি তোমার কাছে এক বিচারকের দিক থেকে নয় বরং **মালিকি ইয়াওমেদ্দীন** এর দিক থেকে তোমার কাছে আবেদন করছি তুমি আমাকে এর প্রতিদানে তোমার নৈকট্য দান কর এবং তোমার ভালবাসার সম্পদ থেকে সুবিধা ভোগ করা সুযোগ দাও। কেননা যেখানে তুমি; চোখ, কান, নাক দিতে পার সেখানে তুমি খোদার সাক্ষাতের সুযোগও দিতে পার।

ইয়্যাকানা'বুদুর কথা আসলে সে বলে, আমি তো এক বান্দা আর বান্দা তো তার প্রভুর নিকট থাকে। আমাকে কেন আপনি ফেলে দিয়েছেন। এটা ঠিক নয় যে আমি দাস হয়ে আমার প্রভুর থেকে দুরে থাকি, আমাকে আপনার নিকটেই স্থান দিন। যেখানে দাসকে রাখা হয়।

ইয়্যাকানাস্তাঈন এর কথা যখন আসে তখন সে বলে, হে খোদা বাকী কাজ এরূপ যার মাঝে তোমার সাহায্য দ্ব্যার্থবোধক হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ রুটি তো পেয়ে থাকে যা মানুষের হাত থেকে লাভ করে। এই কারণে ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন হয়। অন্যদের মাঝে এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে রুটি আল্লাহ্ দিচ্ছেন। তারা মনে করে এই রুটি আমাদের ভাই দিয়েছে। বাবা অথবা সন্তান দিয়েছে। তদ্রুপ অন্যান্য জিনিসও এরূপ। তার মাঝে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য দ্ব্যার্থবোধক হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ একজন কর্মচারী ছিল বা শিক্ষক অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল, আর সে বেতন পেয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে দিয়ে থাকেন কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তা জটিল মনে হয়। তারা মনে করে অমুক তাকে বেতন দিয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় এমন রয়েছে যাতে কেউ সন্দেহ করবে না যে এটি তুমিই দিয়েছ আর সেটি হল তোমার সাক্ষাৎ এবং তোমার নৈকট্য। সাক্ষাৎকার এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে বলতে পারবে না এটি অন্য কেউ দিয়েছে। যখন সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ইয়্যাকানাস্তাঈন বলে আবেদন করে, হে খোদা! যদি তুমি আমাকে তোমার চেহারা দর্শন ও সাক্ষাৎ দান কর তাহলে এই বিষয়ে কেউ কোন সন্দেহ করবে না যে এগুলো তুমিই দান করেছো।

আর যখন সে **ইহ্দিনা........**এর বাক্য পুনরাবৃত্তি করে তখন সে বলে, হে খোদা! আমি কত সময় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে থাকব। আর কত সময় অন্ধকারে চলব। তুমি আমাকে সেই রাস্তা দেখাও যার মাধ্যমে আমি অতি দ্রুত তোমার কাছে পৌছে যাব। তারপর সে **আনআমতা আলাইহিম** উচ্চারণ করে এবং বলে তুমি অমুক অমুক ব্যক্তিকেও এই পুরস্কার দিয়েছ। একমাত্র আমিই সে ব্যক্তি যে কিনা এখনও সেই পুরস্কার পাই নি, তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে সেই পুরস্কার দান কর যেন আমিও তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হই যাদের প্রতি তুমি উদারতা প্রদর্শন করেছ। তোমার ধনভান্ডারে এমন কি-ই বা কমতি আসবে। যখন তুমি অনেক লোককে এই নেয়ামত দান করেছ তখন আমাকেও এই নেয়ামত দান কর।

পরে সে **গায়রিল মাগযুব** বলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটে আবেদন করে, হে খোদা যদি আমি তোমার সাক্ষাৎ না পাই তাহলে কিভাবে বিশ্বাস করব যে আমি পথভ্রষ্ট নই অথবা আমি আমি কোপগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্তও নই। আমি কিভাবে প্রশান্তি লাভ করব যে আমি তোমার নির্দেশিত পথেই চলছি। অন্য কোন (ভুল) পথে চলছি না। আর যদি আমি চলতেই থাকি কিন্তু তোমাকে দেখতে না পাই তাহলে আমি বিশ্বাস করতে পারব না যে আমি পথভ্রষ্ট বা কোপগ্রস্থ ছিলাম না। কেননা যখন দরজা খোলা ছিল তখন প্রয়োজন ছিল আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি। সুতরাং আমাকে বিশ্বাস ও ভরসার স্তরে উপনীত করার জন্য তোমার সাক্ষাতের মাধ্যমে আমাকে লাভবান কর। যেন আমি শান্তি লাভ করি যে আমি পথভ্রষ্টও নই আর কোপগ্রস্থও নই। বরং তোমার প্রিয় পছন্দনীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

বার্ধক্যের কারণে বিনয় সৃষ্টি হয় না:
যদি সত্যিকার অর্থেই মানুষের হৃদয়ে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয় আর খোদা তাআলার সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয় তাহলে এটি হতেই পারে না যে সে

নামাযে দাঁড়িয়েছে আর তার মাঝে কোমলতা, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হয়নি। কিছু লোক এমন আছে যাদের নামাযে কোমলতা আসে না, তার কারণ হলো তারা গুনাহ করে কিন্তু বলে তারা গুনাহ থেকে পবিত্র। এরূপ লোকদের বিনয় অর্জন সম্ভব নয়। কেননা তার মাঝে বার্ধক্যের মূল পওয়া যায়। আর তার এই বিষয়ে কোন অনুভূতিই হয় না যে আমাদের হৃদয় থেকে পাপ দূর করা উচিৎ। সভায় যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হয় তাহলে সে ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বলতে থাকে আমাকে কি তোমরা মিথ্যাবাদী মনে কর অথবা চোর মনে কর। যদিও নিজের দিক থেকে সে তাকে মিথ্যাবাদী অথবা চোর মনে করে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এমন অনেক পাপ কাজ করে যার জন্য তাকে এসব উপাধি দেয়া যায়। এই অবস্থায় যখন সে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার মাঝে বিনয় কিভাবে আসবে যখন তার হৃদয়ে খোদার সাক্ষাৎ লাভের কোন আগ্রহ-ই নেই। যখন সে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং খোদা তাআলার সাক্ষাৎ লাভের জন্য কোন চেষ্টা করে না তাহলে বিনয় ও নম্রতা কিভাবে অর্জন হতে পারে। এই পৃথিবীতে যদি কোন পুরুষের কোন মহিলাকে পছন্দ হয় তখন সে (পুরুষ) মহিলার বাবার কাছে যেয়ে বলে, আমার প্রতি রহম করুন এবং আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিন।

চাকুরীর আগ্রহ হলে মানুষ অফিসারের কাছে যায় এবং বলে আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে এই চাকুরীতে রাখুন। তাহলে এটি কি করে সম্ভব যে এক ব্যক্তির হৃদয়ে খোদা তাআলার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে, গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাও রয়েছে আর তার জন্য সে কোন পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে না।

নম্রতা অর্জনের দু'টি মাধ্যম :

সুতরাং নামাযে নম্রতা অর্জনের দু'টিই মাধ্যম রয়েছে। যদি মানুষ অপরাধী হয় তাহলে তার মাঝে এ অপরাধবোধ থাকতে হবে যে, আমি অপরাধী। আমাকে এ থেকে পবিত্র হতে হবে। আর যদি সে এ থেকে ওপরের স্তরে উপনীত হয় তাহলে তার এই অনুভূতি হওয়া উচিত যেন আমি খোদাকে লাভ করি। এই দু'টি অবস্থায় থাকলে নিজে নিজেই বিনয় সৃষ্টি হয় আর বাকী অভ্যাসগুলো পরিবর্তন হতে থাকে। কোন কোন দিন বিনয় নম্রতা বেশি হয়ে থাকে এবং কোন কোন দিন কম হয়ে থাকে। আর এই কম বেশি আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞার অধীনে হয়ে থাকে। মানুষের জন্য আবশ্যকীয় সে যেন তার গুনাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসায় তার কাছে পড়ে থাকে এবং সে নিজের আবেদন সমূহ আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থাপন করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন–যে ব্যক্তি দিনে একবারও খোদার কাছে কান্না করে না সে তার ঈমানের কি পরিচয় দিয়েছে? আমাদের চেষ্টা এটাই হওয়া উচিত, অন্তত পক্ষে দিনে একবার যেন খোদা তাআলার ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে বিজয় লাভ করে। আর যে সময়ে খোদার ভালবাসা হৃদয়ে বিজয় লাভ করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার নিকটে কান্নার সুযোগ পাবে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ই দোয়া কবুলিয়তের সময়। যদি কেউ এই বিষয় লাভ না করে তাহলে অন্ততপক্ষে এটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত, বিনয় ও নম্রতা আসুক বা না আসুক আমার কাজ হল আমি যেন খোদা তাআলার আদেশ পালন করি এবং তাঁর ইবাদত করতে থাকি। যখন কোন ব্যক্তি এই নিয়্যত ও এই উদ্দেশ্যে নামায পড়তে থাকে তাহলে এই নামায যেকোন সময় তার মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে দিবে। কেননা খোদা তাআলার আদেশ মান্যকারী পুরস্কারহীন থাকে না। তিনি রাহীম খোদা আর রাহীম খোদার কাজ হল যে তার দরবারে পরিশ্রম করে তাকে তার প্রতিদান না দিয়ে তিনি তাকে ফেরত দেন না। হ্যাঁ, এটিও জরুরী যে তার নামায যেন **'ওয়াইলুল্লিল মুছাল্লিন'** এর আয়াতের মত না হয়। যদি সে অভ্যাসগত কারণে নামায পড়ে থাকে, অথবা লোক দেখানোর জন্য এবং লোকদের মাঝে খ্যাতি অর্জনের জন্য নামায পড়ে থাকে তাহলে সে কিছুই পাবে না। কিন্তু যখন নামাযের সময় হয় তখন তার মাঝে ব্যকুলতার সৃষ্টি হয় এবং সে বলে আমার মাঝে বিনয় আসে না তবুও আমিও নামায পড়ব কেননা এটি খোদা তাআলার হুকুম। এরূপ ব্যক্তি কখনই মরতে পারে না যতক্ষণ না তার মাঝে বিনয় আসে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন–

যারা আমার রাস্তায় পরিশ্রম করে আমি তাদেরকে আমার নিকটে অবশ্যই আশ্রয় দিয়ে থাকি। এটি আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্ সত্য কিন্তু সেই ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা মিথ্যা–

হাদীস শরীফে এসেছে এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সা.) এর কাছে এসে বলতে লাগল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ভাই অসুস্থ, তিনি (সা.) বললেন, যাও এবং তাকে মধু খাওয়াও। কেননা আল্লাহ্ তাআলা মধুকে ঔষধ বলে আখ্যা দান করেছেন। সে সেখান থেকে যেয়ে তার ভাইকে মধু খাওয়ালো কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আবার আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল তার যন্ত্রণা তো আরও বেড়ে গেছে। তিনি (সা.) বললেন, তুমি যাও তাকে মধু খাওয়াও। খোদার বাক্য সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। মূল কথা এটিই যে এরপরও যদি তার মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি না হয় তাহলে তার অর্থ এটিই হবে যে তার নামায অবশ্যই লোক দেখানো ছিল অথবা অহংকারের কারণে সে লোক দেখানোর বিষয়টিকে বুঝার চেষ্টা করে নি। নামাযে পূর্ণ মনোযোগ না থাকা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি লোক দেখানো নামায না পড়ে তবে তার অন্তরে অবশ্যই কোন না কোন সময় বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে।

(আল ফযল, ৩০ জুন, ১৯৪৪ অবলম্বনে)

নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র-৩য় বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮৬তম জাতীয় সালানা জলসা ২০১০ অভূতপূর্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন

জলসার অনুষ্ঠান ওয়েব সাইটে Internet Stream-এ Live Video-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়

মহান খোদা তাআলার অশেষ রহমতে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গতবারের ন্যায় এবারও সালানা জলসায় তাঁর আশিসময় ভাষণ ও দোয়ার দ্বারা MTA-এর মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের উন্মুখ হৃদয়গুলোকে প্রশান্তি দান করে ধন্য করেছেন, সেই সাথে ধন্য হয়েছে বাংলার মাটি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৬তম জাতীয় সালানা জলসা গত ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার ৪নং বকশীবাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। আজ থেকে ১১৯ বছর পর্বের কথা অর্থাৎ ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে প্রথম সালানা জলসার আয়োজন করেছিলেন। আর এই প্রথম জলসায় ৭৫জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কাদিয়ান নামক নিভৃত এক পল্লি গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর যুহরের নামাযের পর কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে প্রথম এই জলসার কার্যক্রম ছোট্ট পরিসরে শুরু হয়।

এ জলসা-ই পরবর্তী পর্যায়ে সালানা জলসায় রূপ নেয়। আজ সারা বিশ্বে এ জলসা মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ এ জলসা ছোট্ট পরিসরে নয় বা একটি দু'টি দেশে সিমাবদ্ধ নেই বরং সারা বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশের হাজারো স্থানীয় জামা'তে বিশাল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয় । এখন এই জলসার উপস্থিতির হিসাব শ'তে নেই বরং লাখে পরিণত হয়েছে। এই

জলসায় অংশগ্রহণকারী শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সরাসরি জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে এ জলসায়। যোগদানকারীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আর সাক্ষাৎ লাভে ভাইদের পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এ জামা'তে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তেমনি বরকত মন্ডিত সালানা জলসা আমাদের দেশেও প্রতিবারের ন্যায় এবারও গত ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ মহান সফলতার সাথে মহান খোদা তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রিয় ইমামের দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

এবছর বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসায় প্রায় ছয় সহস্রাধিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বর্গ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই কল্যাণ মন্ডিত জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও আমেরিকা, বাহরাইন, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, ভারত এবং পাকিস্তান থেকেও অতিথি বৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারের জলসাতেও হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ

আল খামেস (আই.) তাঁর প্রতিনিধি মুফতী সিলসিলাহ মোহতরম মওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেবকে পাঠিয়েছেন।

৮৬ তম সালানা জলসার কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ৫ ফেব্রুয়ারি বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে মহান খোদা তাআলার দরবারে বিনীত ভাবে দোয়া করা হয় জলসার সফলতার জন্য।

বিকাল ৩ টায় জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন জনাব বশির উদ্দিন, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জনাব মামুন উর রশীদ।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি পাকিস্তান থেকে আগত মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন মৌলভী আহমদ তারেক মোবাশ্বের। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, খোদা তাআলার ভয় যে ব্যক্তির হৃদয়ে রাখবে সে-ই খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত পেতে পারে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)কে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচার করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি (সা.) পবিত্র কুরআনকে এত সম্মান করতেন যে, যে হৃদয়ে বেশী পবিত্র কুরআনের

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি এবং বাংলায় অনুবাদ করছেন মৌলভী আহমদ তারেক মোবাশ্বের, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক

অংশ থাকত তাঁকে বিভিন্ন গোত্রের আমীর নিযুক্ত করতেন এবং যুদ্ধের সময় শাহাদত বরণকারীদের দাফনকালে যে সাহাবীরা (রা.) বেশী কুরআন জানতেন তাদেরকে অন্যদের লাশের ওপরে স্থান দিয়ে কবর দিতেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা এই জলসার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করুন আমাদের সারা জীবন কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করবো। দেখা যায় জাগতিক কোন কিছু লাভ করার জন্য আমরা কতই না চেষ্টা প্রচেষ্টা করে থাকি তাহলে সকল কল্যাণ যার মধ্যে নিহিত সেটা লাভ করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো না কেন? আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনকে সহজ ভাষায় সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সহজেই একে ধারন করতে পারি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, মানুষের মাঝে কতক আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! সেই অধিক প্রিয় কারা? রাসূল করীম (সা.) বললেন, যারা কুরআন পাঠ করে এবং এর ওপর আমল করে। পবিত্র কুরআনে শেষ যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে এমন এক যুগ আসবে যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কুরআন এ আপত্তি করবে যে, জাতি পবিত্র কুরআনকে পিঠের পিছনে রেখে দিয়েছে। তাই এটা যেন আমাদের জন্য না হয়, আমাদের ভেবে দেখা দরকার আমি কি প্রত্যেহ কুরআন পড়ি কিনা?

তিনি তাঁর বক্তৃতার একাংশে আরো বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে খবর দিয়েছেন আগমনকারী যুগে অনেক ফেতনা দেখা দিবে। তখন হুযূর (সা.) জিব্রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন এসব ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি উত্তর দিলেন, এসব ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হল আল্লাহ্র কিতাব কুরআন। আজ সারা পৃথিবীতে কত ধরনের ফেতনা দেখা দিচ্ছে আমরা কি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী নই! পবিত্র কুরআন পাঠ সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন পড়ে না তাকে ধ্বংস করা হবে। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর

স্বাগত ভাষণ প্রদান করছেন
মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

হাতে বয়আত করেছি যেন আমরা সকল প্রকারের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারি। আর আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র বয়আত করেও যদি এসব ফেতনায় জড়িয়ে থাকি তাহলে এ বয়আতের কি মূল্য? সুললিত কন্ঠে ও উচ্চস্বরে কুরআন পাঠকে রাসূলে করীম (সা.) গোপনে এবং প্রকাশ্যে সদকার সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, এই জলসায় পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। এই কুরআন আলমারীতে রেখে দেয়ার জন্য প্রকাশ করা হয়নি বরং প্রত্যহ যেন একে নিজে পড়ি এবং অন্যদের পড়তে উৎসাহী করি। অফিসে আপনি যখন কাজ শুরু করেন প্রথমে এক বা দুই রুকূ করে কুরআন পড়ার চেষ্টা করুন। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি স্কুলে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যহ এক-দুই রুকূ করে পবিত্র কুরআন পাঠ করে বের হয় তাহলে তাদের পড়া লেখায় অনেক উন্নতি হবে এটা নিশ্চিত। যেভাবে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ঘরে নিয়মিত কুরআন পাঠ করা হয় সে ঘর কখনো বিনষ্ট হতে পারে না।

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন **মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব,** ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে এবার আমরা পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট মুদ্রণে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। আজ সারা পৃথিবীতে এক বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে পারে কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের মাধ্যমেই। যে দেশেই যে আহমদীগণ অবস্থান করছেন তারা সেখানের পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্টা করুন। আমরা যদি উত্তম নমুনা প্রদর্শন করি তাহলে দেশেরও পরিবর্তন আসবে আর ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য সবার মাঝে ফুটে উঠবে আর ইসলাম যে প্রকৃতই শান্তির ধর্ম তাও পরিস্ফুটিত হবে। আর সমাজে সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারবে। আল্লাহ্ তাআলা করুন সবাই যেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁকে মানার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের স্বাগত ভাষণের পর **'আল্লাহ্ জাল্লে জালালুহুর স্বরূপ-তথ্য ও উপলব্ধি'** বিষয়ে **মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,** প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

তাঁর বক্তৃতার এক অংশে বলেন, আল্লাহ্ তাআলাকে জানার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে পবিত্র কুরআন। কারণ পবিত্র কুরআনে সব কিছুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যদিও একটি হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম ৭৯ টি কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম ১০০ বেশী পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলার গুণতো সর্বত্রে বিরাজমান। আল্লাহ্ তাআলা অনেক বড় ও মহান যার ফলে আমরা কেউ তাঁকে দেখতে পাই না ও জানতে পারি না। কিন্তু তিনি প্রত্যেকের নিকটে আছেন। তিনি নিজে আমাদের মাঝে প্রকাশ হন। মহা বিশ্বের সৃষ্টির মাধ্যমেও আল্লাহ্ তাআলার মহান হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। সূরা মূলকে উল্লেখ রয়েছে, সমস্ত রাজত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই। আর তাঁর গুণাবলীর সবচেয়ে বেশী যার ওপর নাযিল হয়েছে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে যারা বয়আত করেছেন তারা মূলত: আল্লাহ্‌র হাতে বয়আত করেছেন বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। ভেবে দেখুন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবের অবস্থা কেমন ছিল আর পরে কি অবস্থায় রূপ নিয়েছে। রাসূল করীম (সা.) এর বয়আত করার

ফলে তারাও আল্লাহ্‌র হয়ে গিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর **'মুহাম্মদ রাসূল (সা.) কুরআনের জীবন্ত প্রকাশ'** এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন **আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ,** মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কুরআন হাদীসের আলোকে রাসূল করীম (সা.) এর জীবন চরিত তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন পবিত্র কুরআনের জীবন্ত প্রকাশ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আয়শা (রা.)কে রাসূল করীম (সা.) সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাস করলে তিনি উত্তর দেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি, কুরআনই তাঁর জীবন। তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) সেই শ্রেষ্ঠ নবী ও খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, "সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতি: যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে, তা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, উহা পদ্মরাগ মণি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্যে তা ছিল না, তা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, তা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সায়্যেদুল আম্বিয়া সায়্যদুল আহয়িয়া মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাঝে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। আর তাঁর সব কিছুই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য।

তবলীগি সভায় ডান থেকে আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মওলানা বশীরুর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং মওলানা জাফর আহমদ

তিনি (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে আমরা খোদা তাআলার সান্নিধ্য পেতে পারি। আমরা যখন নামায পড়ি তখন যেন মনে করি আমরা খোদাকে দেখছি আর যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে যেন মনে করি খোদা আমাকে দেখছেন। এই ভাবে নামায আদায় করার জন্য তিনি (সা.) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) মৃত্যু শয্যা অবস্থাতেও কিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদতে রত ছিলেন তা আমরা জানি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যখনই তিনি হুশ ফিরে পেতেন তখনই সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতেন নামাযের সময় হয়েছে কি না। একজন মানুষ তাঁর শ্রষ্টাকে কিভাবে ভালবাসতে পারে তা আমাদের আকা ও মওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাঝে আমরা দেখতে পাই। হযরত রাসূল করীম (সা.) মেঘ দেখলে খুব ভয় পেতেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমি জানি না এই মেঘের সাথে ধ্বংসকারী ঝড় না শুরু হয়ে যায়। যেভাবে ঝড়ের মাধ্যমে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) কে ভালবাসা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি...অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে সেই মহান রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। মহানবী (সা.) সেই মর্যাদায় সমাসীন তাঁর অনুসরণ ব্যতিরেকে আজ আর কেউ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারে না। মহানবী (সা.) সেই সূর্য যার ছায়ায় মানুষও সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রাসূল করীম (সা.)এর ইবাদতের মান উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে আমি তাঁকে ঘরে না পেয়ে ভাবলাম হয়তোবা অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন। কিন্তু আমি গিয়ে দেখি তিনি কবরস্থানে নামাযরত অবস্থায় কাঁদছেন। মনে হচ্ছে এক টুকরো সাদা কাপড় সেখানে পড়ে রয়েছে। তাই মুহাম্মদ (সা.) কি ছিলেন তা কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

মহানবী (সা.) সেই সত্তা যিনি আপাদ মস্তক শুধু খোদার মাঝেই বিলীন ছিলেন। তিনি (সা.) এমন মহান

আদর্শের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত একথা বলতে বাধ্য হতেন, মুহাম্মদ যখন কোন কথা বলেন, তা মিথ্যা নয়। তাঁর (সা.) মানবীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাবো তিনি কতই না উত্তম আদর্শের ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতের ক্ষমার জন্য সর্বদা খোদা তাআলার কাছে বিনীত ভাবে দোয়ায় রত থাকতেন। ইহুদীর লাশকে পর্যন্ত তিনি (সা.) সম্মান প্রদর্শন করে দুনিয়াতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কিভাবে মানুষকে সম্মান করতে হয়। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যা ৭ টায় মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (এমটিএ)-তে হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনেন। খুতবার পর জেরে তবলীগদের নিয়ে এক তবলীগি সভা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মেহমানগণ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, মওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০ টায় জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা-এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন, মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। নযম পরিবেশন করেন

মওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্

জনাব এস, এম, রহমতুল্লাহ্। এরপর 'কুরআনের আলোকে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন **মওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্**। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, অতীতে বিভিন্ন সমাজে নারীজাতির অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। মনুর মতে নারী দিবারাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ নারী জন্মগত ভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপদগামী হবে। এই ধরনের জঘন্য মনোভাব সমাজে প্রচলিত ছিল।

সূরা নিসার ২নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন, নারী-পুরুষকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরব সমাজে রাসূলে করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের কোন মূল্যই ছিল না। তাদেরকে জঘন্য মনে করা হতো। রাসূলে করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে কুরআন নারী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। তিনি সূরা তাহরীমের ২য় রুকূর আলোকে নারীর মর্যাদা তুলে ধরেন।

তিনি আরো বলেন, হাদীসে মায়ের সেবার কথা বিভিন্ন স্থানে বার বার বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম (সা.) এ কথাও বলেছেন, ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি যার পিতা-মাতা জীবিত পাওয়া সত্বেও সেবা

কাওসার আলী মোল্লা

যত্ন করে জান্নাত লাভ করতে পারে নাই। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তিনিই যিনি তার পরিবারের মধ্যে উত্তম। এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও নারীদের অনেক সম্মান করতেন। তিনি স্ত্রীদের সাথে সর্বদা নম্র ও ভাল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন এ কথা ভেবো না স্ত্রী এমন জিনিষ যাকে তুচ্ছ মনে করা যায়। স্ত্রীর সাথে যে ভাল আচরণ করে না সে নিজে ভাল হয় কি করে।

এই পর্যায়ে **'ওসীয়্যত ব্যবস্থা একটি ঐশী পরিকল্পনা'** বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন **জনাব কাওসার আলী মোল্লা**। তিনি তার বক্তৃতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ওসীয়্যতের আক্ষরিক অর্থ হল নসিহত করা। কুরআন হাদীস পাঠে জানা যায় প্রত্যেক নবী রাসূলই কোন না কোন ওসীয়্যত করে গেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে যে সব নসিহত বা ওসীয়্যত করেছিলেন তার মধ্যে বিখ্যাত হল বিদায় হজ্জের ভাষণ। নবীদের পয়গাম কোন এক জাতি বা বংশের জন্য নয় এটা সবার জন্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তকে বলেন,

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমিনে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন–এর বীজ বাড়বে, ফুল দিবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণমন্ডিত তারা যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী সময়ের বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক এ দিয়ে খোদা তাআলা তোমাদের পরীক্ষা করেন–কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়আতের দাবীতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

এরপর **'ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন'** সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন **মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। তিনি কুরআন হাদীসের আলোকে বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.) এর যে মৃত্যু হয়েছে এবং মুহাম্মদী মসীহ্ যার আগমনের কথা আর তিনিই যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তা সাব্যস্ত করেন। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, আজ থেকে ২০০০ বছর পূর্বের বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর কবর কাশ্মীরের খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত। আজ থেকে ২০০০ বছর পূর্বে যে নবীর আগমন হয়েছিল তিনিই আবার আসবেন এটা যে কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না। কারণ ইতিপূর্বে কোন নবীকে আল্লাহ্ তাআলা দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে পাঠান নি। অনেকেই বলেন, আল্লাহ্ চাইলে সবই করতে পারেন। হ্যাঁ, কথাটা সত্য তবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করেন না। আর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে 'ইমামুকুম মিন কুম' অর্থাৎ তোমাদের

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করছেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি এবং তাঁর সাথে রয়েছেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা জামা'ত

ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে হবে। ঈসা (আ.) তো বনী ইসরাঈলীদের নবী ছিলেন তাহলে তিনি কিভাবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইমাম হতে পারেন? সব ধর্মের লোকেরাই বিশ্বাস করেন তাদের ধর্মের সংস্কারের জন্য একজন সংস্কারক আসবেন। সত্য কথা হলো শেষ যুগে যার আগমনের কথা তিনি হলেন ইমাম মাহদী (আ.)।

এরপর **'ইসলাম প্রচারে নারীর অবদান অতীত ও বর্তমান'** প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন, শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি **মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব**। তার বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন মওলানা বশীরুর রহমান। তিনি ইসলাম প্রচারে নারীর যে অবদান তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) মত ক্ষমতাধর ব্যক্তিও একজন নারীর মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের জন্য নারী সীমাহীন অবদান রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেছিলেন, আহমদী মহিলারা যেন বেশী বেশী তবলীগ করেন, পত্র-পত্রিকায় মহিলারা যেন বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেন, সমস্ত মহিলাদের উচিত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা। ১৯২৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় তিনি বলেন, মহিলারা যেন তবলীগ করেন। প্রত্যেক স্থানে দাওয়াত দিন। লাজনাদের এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দরকার। যখন আপনারা কোন অ-আহমদী মহিলাদের তবলীগ করবেন এবং সে সংশোধন হবে পরবর্তীতে তার কথায় পুরুষেরও সংশোধন হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আমি চাই প্রত্যেক আহমদী পুরুষ মহিলা

আহমদী মহিলারা যেন বেশী বেশী তবলীগ করেন, পত্র-পত্রিকায় মহিলারা যেন বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেন, সমস্ত মহিলাদের উচিত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা।

বক্তব্য রাখছেন বসনিয়া থেকে আগত জনাব এমীর বাইরামোভিচ
বাংলায় অনুবাদ করছেন জনাব খালেদ আব্দুল বারি

তারা আমাকে একটি উপঢৌকন দিক। আমার জন্য তারা যে উপঢৌকন পাঠাবে তা হলো তারা যেন আমার কাছে চিঠি লিখেন আর সেই চিঠিগুলিতে লিখা থাকবে আজ আমি এতজনকে তবলীগ করেছি তাদের জন্য দোয়া করবেন। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে হুযূর (আই.) এই নসিহত মান্য করার তৌফিক দিন।

হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধির বক্তৃতা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমেই জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় জনাব মীর মোবশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩ টায়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন জনাব সেলিম আহমদ, মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণার্থী। উর্দু নযম পরিবেশন করেন, জনাব মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবীব জয়। বক্তৃতা পর্বে **'বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত'** প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন, **জনাব এমীর বাইরামোভিচ**। বাংলায় অনুবাদ করেন জনাব খালেদ আব্দুল বারি। তিনি প্রথমেই বলেন, আমাকে জলসায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য মোবারকবাদ জানাই। আপনাদের দেশ যেমন অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে যা আমাদের দেশ বসনিয়াকেও করতে হয়েছে। বসনিয়া জামা'ত দিনের পর দিন আল্লাহ্ তাআলার ফযলে উন্নতি করছে। বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের সেবায় আমরা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছি। হুযূর (আই.) জুমুআর খুতবা প্রতি মাসে বই আকারে ছাপিয়ে মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছে। খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতাও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ২ বছর পূর্বে বসনিয়ান ভাষায় কুরআন অনুবাদ হয়েছে। আমাদের এখানে যে কুরবানী করা হয় তা গরীবদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়। বসনিয়াতে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান খোদা তাআলার ফযলে সুন্দরভাবে পালিত হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি বেশী থেকে বেশী লোকদের কাছে আহমদীয়াতের দাওয়াত পৌছাতে। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া জামা'তের বাণী সারা পৃথিবীতে শান্তি বয়ে আনুক। বসনিয়ার সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম।

এই পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে আগত **এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও রাজানীতি'** সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তার বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ধর্মপালন মানুষের মৌলিক অধিকার। মৃত্যুর পরে কি করতে হবে তা প্রত্যেক ধর্মের নিজ নিজ বিধানে লিপিবদ্ধ আছে। সকল ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে। তাই ইসলামে বলা হয়েছে সকল ধর্মের মূল সত্য। ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। ইসলামে এই শিক্ষা দেয়া হয়নি যখন সমাজে কোন সামাজিক চুক্তি হয় তখন কোন একক ধর্মের মতাদর্শের ওপর চুক্তি কর। যেভাবে রাসূল করীম (সা.) চুক্তি করেছিলেন তার ওপর সবার আমল করা উচিত।

এ্যাডভোকেট মোহতরম মুজিবুর রহমান

এই বক্তৃতার শেষে আমন্ত্রিত অতিথি ও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. ফ্যাষ্টিনা

ড. ফ্যাষ্টিনা পেরোরা

পেরোরা। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আনুমানিক ৭ বছর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন আহমদীয়া সম্প্রদায় খুবই কঠিন সময় পার

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

করেছে। যদি ৭২-এর সংবিধানে আমরা ফিরে যাই তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠিত হবে। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে সবার অীধকারের কথা উল্লেখ হয়েছে। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের যে সম্পর্ক তা হবে সম-দূরত্ব। সব ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের ব্যবহার হবে এক। আশা করি আমরা পূর্বেও যেমন আপনাদের সাথে ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকব।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড.

ড. আসিফ নজরুল

আসিফ নজরুল, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতার এক অংশে বলেন, প্রথমে আমি আপনাদের জলসার সাফল্য কামনা করি। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে পারে।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিডিপিসি'র সভাপতি **জনাব শরীফ এ কাফি**। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আহমদীয়া জামা'তের সাথে আমার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ২০০৪ সাল থেকে যখন উগ্র মৌলবাদীরা সুন্দরবন

শ্রী কাজল দেবনাথ

আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকেই আমি আহমদীয়া সম্পর্কে কিছুটা জানতাম। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার

শরীফ এ কাফি

মাঝে ঐক্য ফিরে আসুক এটাই আমার কামনা। আজ আহমদীয়া জামা'তের বিপক্ষে যারা দাঁড়ায় তাদের চেহারা আমরা মুক্তি যুদ্ধের সময় দেখেছি।

এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন **ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,** তিনি বলেন, আল্লাহ্ নিজেই উল্লেখ করেছেন মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত–অর্থাৎ সৃষ্টির সরা জীব তাহলে আমরা কাকে ঘৃণা করবো? যেভাবে আপনাদের শ্লোগানে লিখা রয়েছে–"Love For All Hatred For None" ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে। কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ বা কোন্ ধর্ম নিকৃষ্ট তা নিরূপনের দায়িত্ব খোদা কাউকে দেয়নি। কারণ প্রত্যেক জাতিতে খোদা তাআলা অবতার পাঠিয়েছেন। আর কোন ধরনের নৈরাজ্যের শিক্ষাও ইসলামে নেই। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম হতে হবে এমন শিক্ষা পবিত্র কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। যেভাবে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন'–অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন **জনাব শ্রী কাজল দেবনাথ,** তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আপনারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছেন। কোন ধর্মই বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয় না। আমাদের মন্দির যখন ভেঙ্গে দেয় তখন এটা কি

জিয়া উদ্দিন তারিক আলী

ধর্ম? এটা ধর্মের কর্ম হতে পারে না। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে কখনো একত্র করা ঠিক নয়।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন **জনাব জিয়া উদ্দিন তারিক আলী,** তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আমার যে মৌলিক অধিকার আছে তার মধ্যে যদি কেউ হাত দেয় তাহলে আমি তার হাত পুড়িয়ে দেব। আর এজন্যই আপনাদের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করার জন্য আমি এখানে এসেছি।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন **জনাব কাজী রেহান সোবহান,** তিনি বলেন, রাষ্ট্র কোন একক ধর্মের নয় রাষ্ট্র সবার জন্য এবং সকল ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের আচরণ এক হওয়া চাই। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে সর্বশেষ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শ্রী সুজিত ব্যানার্জি, তিনি প্রথমেই জলসার সফলতা কামনা করেন। আপনাদের সাথে মিশে আমি যে জিনিষটি লক্ষ করেছি তা হলো আপনারা অন্যদের তুলনায় অনেক সহজ-সরল। আপনাদের আচার ব্যবহার অন্যদের তুলনায় অনেক ভাল। আপনারা যে পথে অগ্রসর হচ্ছেন আমি মনে করি আপনাদের বিজয় অবশ্যই হবে।

এই পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ জিকরে ইলাহী। এরপর **'ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য**

কাজী রেহান সোবহান

করার গুরুত্ব' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন **মওলানা আব্দুল মতিন,** মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজের উম্মতের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে বলে গেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন তাদের ধর্মীয় অবস্থা শোচনীয় হবে, ঈমান থাকবে না, নামসর্বস্ব মুসলমান থাকবে, কুরআন তো থাকবে কিন্তু তার ওপর আমল করা হবে না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবস্থা বিকৃত হয়ে এমন গুমরাহির মধ্যে পতিত হবে যে, **"যাহরাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহ্‌রে।"** অর্থাৎ- "জলে-স্থলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।" এই দৃশ্য সর্বত্র দেখা যাবে, যা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য ভীষণ বেদনাদায়ক অধ্যায় হবে।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামের ওপর এমন এক অমানিশা নেমে আসল যে, যারা নিজেদেরকে আওলাদে রাসূল বলতেন বা নায়েবে রাসূল হওয়ার দাবী করতেন তারাই নাস্তিকে পরিণত হলেন। আবার কেউ কেউ শুদ্ধ হয়ে হিন্দুতে রূপান্তরিত হলেন। অনেক আলেম পাদ্রীদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে খ্রীষ্টান হয়ে উল্টো পথের যাত্রী হলেন। ঐ সময়ে কেবল ভারতবর্ষেই প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বহু আলেমও ছিলেন। যেখানে অমুসলমানদেরকে কে মুসলমান বানানো তাদের দায়িত্ব ছিল। পদ্রী এবং অন্যান্য ধর্মের আক্রমণ হতে ইসলামকে রক্ষা না করে তারা একে অপরকে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে (কাক হালাল না হারাম) কাফের ফতওয়া দিয়ে ইসলামের ঘর খালি করতে লাগলেন। বিভিন্ন ধর্মের পাদ্রী-পুরোহিতগণ একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। ইসলামের তরী নিমজ্জমান হল। খ্রীষ্টান পদ্রীগণ যীশু খ্রীষ্টের। নামে খ্রীষ্টধর্মের জরাজীর্ণ তরীকে বিশ্ব তরী রূপে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তাদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল। উৎসাহে উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করলো যে, একশত বৎসরের মধ্যে তারা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলবে। এমনকি তারা ঘোষণা করলো মক্কা-মদীনায় ক্রুশীয় পতাকা উড়াবে। ইসলামের এই দুর্দিনে আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে দাড় করালেন। তিনি বজ্রনিনাদে ঘোষনা করলেন যে, **"সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যুবক হওয়ার পর সে যেমন পুনরায় মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না তেমনি প্রগতির ধারায় ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে আবার খ্রীষ্টধর্মে ফিরে যাবে না। ইসলাম ধর্মই বিজয়ী হবে। এটাই**

মওলানা আব্দুল মতিন
মুরব্বী সিলসিলাহ

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ

মওলানা আজহার হানিফ, রিজিওনাল মিশনারী ও নায়েব আমীর, যুক্তরাষ্ট্র বাংলায় অনুবাদ করছেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী

আল্লাহর বিধান।"

এরপর তিনি সকল ধর্মের প-িতদেরকে ইসলামের মুকাবিলায় তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। যারাই তার মুকাবিলায় এসেছেন তারাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছেন, অনেকেই ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন। যার ফলে সে সময়ে মুসলমানদের মাঝে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর কারনে স্বস্তি ফিরে আসে। এমনকি বড় বড় আলেম সাহেবান মির্যা সাহেবের প্রশংসায় বড় বড় বিবৃতি দিতে লাগলেন। তিনি তার বক্তৃতার শেষ দিকে বলেন, আল্লাহ তাআলার ফযলে এ জামা'ত সফলতার সঙ্গে প্রথম শতাব্দী পার করেছে, শুধু তাই নয় অতি সম্প্রতি আহমদীয়া খেলাফতের শত বৎসর উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ১৯৫টি দেশে ইমাম মাহদী (আ.) এর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জামা'ত কুরআন করীমের ৬০ এর অধিক ভাষায় অনুবাদ করে বিভিন্ন জাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছে। সারা বিশ্বের ২৫ কোটির বেশি মানুষ এ জামা'তের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কি পূর্ব, কি পশ্চিম, কি উত্তর, কি দক্ষিণ- সব দিক হতে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'গোলাম আহমদের জয়'। যারা একদিন মক্কা-মদীনায় ক্রুশীয় পতাকা উড়াতে চেয়েছিল, আজ জামা'তে আহমদীয়া তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। ত্রিত্ববাদের মূল ঘাঁটিতে বসে জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা ইসলামের প্রচার করছেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই আজ আহমদীয়াতের পতাকায় একত্রিত হচ্ছেন।

সুতরাং আর দেরী নয়। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সালাম পৌঁছানোর খাতিরে, পৃথিবীর আযাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুগের ইমামের হাতে বয়আত করে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করুন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার ২য় দিনের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

জলসার তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে। জলসার চতুর্থ অধিবেশন মোহতরম আব্দুর রাজ্জাক, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনা-এর সভাপতিত্বে ৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ টায় শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক। সুললিত কণ্ঠে উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব জাকির হোসেন। বক্তৃতা পর্বে **'কুরআন ও জীবন'** প্রসঙ্গে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন **মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**, নায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় কুরআন হাদীসের আলোকে ফুটিয়ে তুলেন পবিত্র কুরআন-ই যে সকলের জীবন। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়া উচিত তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো একে গভীর আন্তরিকতার সাথে পাঠ করা উচিত। পবিত্র কুরআনের যেখানে যেখানে আযাবের কথা উল্লেখ থাকে সেখানে বিশেষ ভাবে দোয়া করা দরকার যে, হে খোদা আমাদেরকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর। কুরআন শরীফ গিলাফ পড়িয়ে আলমারীতে তুলে রাখা কোন গুরুত্ব বহন করে না। আর এমনটা করা আমাদের কাজ নয়। পবিত্র কুরআন শরীফ সেই সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে যিনি সর্বজ্ঞানী আর সকল প্রকার জ্ঞান এর মাঝে রয়েছে। পবিত্র কুরআনে

পিতা-মাতার জন্য দোয়াসহ সকল প্রকারের দোয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। কুরআন শরীফ খুব শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করলাম কিন্তু এর ওপর আমল করলাম না এটা ঠিক নয়। আমাদের দেখতে হবে কুরআনে আমাদের কি ধরনের জীবন ব্যবস্থার বিধান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আগুন স্বভাবকে পছন্দ করেন না তিনি মাটির স্বভাব পছন্দ করেন। পবিত্র কুরআন শরীফে অনেক দোয়া রয়েছে যেগুলো পাঠ করে আমরা তাঁর সন্তুষ্টিভাজন হতে পারি। এই পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

এরপর **'খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ'** প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন **মওলানা আজহার হানিফ,** রিজিওনাল মিশনারী ও নায়েব আমীর, যুক্তরাষ্ট্র। তার বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, প্রিয় বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা এটি আমার জন্য অনেক বড় আনন্দের কারণ যে আমি বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসায় যোগদান করতে পেরেছি। তিনি কুরআন হাদীসের আলোকে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়টি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন তোমাদের মৃত্যু ততক্ষণ পর্যন্ত না আসুক যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আনুগত্য কর। আর আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কি করে আমাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো তা কুরআন করীম উল্লেখ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কাছে একটি রশি পাঠিয়েছেন আমরা যেন এই রশি ধরে গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। আর এই রশি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত খলীফা। আমরা যদি খাঁটি মুসলমান হই তাহলে এই রশিকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরতে হবে এর ফলে আমরা নিরাপদ ও সঠিকভাবে তাঁর পথে চলতে পারবো এবং সুখ শান্তিতে সমাজে বসবাস করতে পরবো। আমরা দেখতে পাই হযরত রাসূল করীম (সা.) সারাটা জীবন কত সংগ্রাম করেছেন। সেই সময়ের সমাজকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। রাসূলে করীম (সা.) এর চেষ্টার ফলে তাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল আর এর কারণও ছিল আনুগত্য। যেভাবে আবু সুফিয়ান উল্লেখ করেছিলেন, আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে গিয়েছি কিন্তু মুসলমানদের মাঝে যে আনুগত্য তা আর কোথাও দেখি নাই। খিলাফত হলো ঐক্যের মূল। হযরত উসমান (রা.) বলেছিলেন, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে পারবে না, নামাযও পড়তে পারবে না আর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তিও থাকবে না। আমরা দেখতে পাই একটি মসজিদে যেমন

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
মালিক বশির উদ্দিন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাহারাইন

একজন ইমাম ছাড়া চলে না তাহলে সমস্ত পৃথিবী কিভাবে ইমাম ছাড়া চলতে পারে? দেখা যায় আমরা যেখানেই থাকি না কেন কিবলা মুখী হয়ে নামায আদায় করতে হয়। এর মাধ্যমে এটাও বুঝা যায় যে, সবাই এক ইমামের অনুসরণ করবে। রাসূল করীম (সা.)-এর সময়

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব মাশরেক আলী মোল্লা
সাবেক আমীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম

সমগ্র বিশ্বের এক ইমাম ছিল তাহলে এখন থাকবে না কেন? আজ ঐক্য এবং একতা সারা বিশ্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এখন এই একতা ফিরিয়ে আনতে কেবলমাত্র আল্লাহ্ই পারেন এ ছাড়া অন্য কোন অন্দোলন সফল হতে পারে না। আর আমরা দেখেছিও জাগতিক সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে পুণরায় খিলাফতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওয়াদা কখনো ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ খিলাফত ছাড়া ঐক্য শান্তি এবং উন্নতির সম্ভাবনা কোনমতেই সম্ভব নয়। খিলাফতের প্রতি নিস্বার্থ আনুগত্য করতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকেও বঞ্চিত হবে। তিনি বক্তৃতার শেষ দিকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীতে হুযূর (আই.) যে অঙ্গীকার জামা'তের সকলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তার পুণরাবৃত্তি করে বলেন, আমরা যেন সবাই এর ওপর আমল করতে পারি।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, জনাব **মাশরেক আলী মোল্লা,** সাবেক আমীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে হাজার হাজার কৃপা যে ৮৬তম সালানা জলসায় যোগদান করতে পেরেছি আর

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব মালিক হাফিজ খান

এই জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবের শুভ কামনা করছি। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর জীবনাদর্শ পুণরায় পৃথিবীতে কায়েম করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মানুষকে সকল প্রকার পাপ থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছেন। আমরা জানি জীবন্ত খোদার সন্ধান হযরত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) পেয়েছিলেন এবং তাঁর বাণী অন্যের কাছে পৌঁছাতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না। কতই না দু:খ কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তরপরও তিনি নিরব থাকেন নি। ঠিক তেমনি ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দাবী করলেন তখন ভারতীয় সমস্ত আলেম তার বিরোধিতা করেছেন কিন্তু খোদা তাআলা তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং বিরোধীদের ধ্বংস করেছেন। শেষ দিকে তিনি বলেন, আজ সবার কাছে আমার আবেদন আমরা যেন এক খোদার বাণী প্রচার করতে কখনো পিছপা না হই।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব **মালিক বশির উদ্দিন,** আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাহারাইন। তার বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন আহমদ তারেক মোবাশ্বের। তিনি বলেন, আমি বাহারাইন জামা'তের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে সালাম পৌঁছাচ্ছি। আর পুরো জামা'তের পক্ষ থেকে দোয়া করছি। আপনাদের এই জলসার লগো পবিত্র কুরআন। আমাদের এটা সব সময় মনে রাখতে হবে নবী করীম (সা.) যে ধরনের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা এই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই। পুণরায় আজ মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরাআনের জ্ঞান লাভ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের সবার উচিত, পবিত্র কুরআনের জ্ঞান, শিক্ষা এবং এর ওপর আমল করা। পবিত্র কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে যেমন ধর্মের জ্ঞান লাভ করা যায় তেমনি অন্য সবকিছুর জ্ঞানও লাভ করা যায়।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত **জনাব মালিক হাফিজ খান,** তার বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রেমের জোয়ারে ভেসে আসা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থেকে সবাইকে আমার সালাম এবং যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের সদর আনসারুল্লাহ্, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকেও সালাম ও দোয়া জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে আমি জন্মগতভাবেই আহমদী। আমার পিতা একজন বাঙ্গালি আহমদী মোবাল্লেগের তবলীগেই আহমদী হয়েছেন। আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন গ্রামে দু:স্থদের মাঝে নিরাপদ পানির ব্যবস্থার জন্য কাজ করছি এবং হুযূর (আই.) ঘানার বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে ৩০০ সাইকেল ক্রয় করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন। আমি মনে করছি মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাষ্ট তৃতীয় যে পরিকল্পনাটি হাতে নিবে তা বাংলাদেশের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। শেষ দিকে তিনি অশ্রুসজল নয়নে এই বাক্যটি বলে তার শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষ করেন, বাংলাদেশের অধিবাসী আমি আপনাদের ভালবাসি, বাংলাদেশকে ভালবাসি। এই শুভেচ্ছা বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার চতুর্থ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন হুযূর (আই.)

মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব-এর সভাপতিত্বে বিকাল ২-৩০ মি: থেকে শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন আহমদ তৌকিদ ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে **'কুরআন এক অতুলনীয় অলৌকিক নিদর্শন'** প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব **মীর মোবাশ্বের আলী,** নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। তিনি বলেন, মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় এই জলসায় পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। কোন একজন লেখক বলেছিলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী পঠিতব্য বই হচ্ছে বাইবেল এবং এবং বেশী ভাষায় অনুবাদও হয়েছে বাইবেল তারপর সেক্সপিয়ারের বই। আমার মতে এই দাবী ভুল এবং ভিত্তিহীন একটি যুক্তি। কারণ পৃথিবীতে সবচেয়ে পঠিত পুস্তক হচ্ছে কুরআন। পবিত্র কুরআন সবকিছু থেকেই উর্ধ্বে। কুরআন একটি পরিপূর্ণ

ধর্মীয় বিধান এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি মহাপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি। কুরআন হল আল্লাহ্ তাআলার বাণী এটি আমাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বার্তা বা চিঠি। পবিত্র কুরআনের কোন ধরনের পরিবর্তন নেই যেমনটি আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে রাসূল করীম (সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল অবিকল তেমনি আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং খোদা তাআলা নিজে নিয়েছেন।

এরপর **মোহতরম মোবাশশের উর রহমান,** ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করেন এবং বলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে যেন পবিত্র কুরআন থাকে আর শুধু থাকাটাই যেন যথেষ্ট মনে না করা হয় বরং প্রত্যেহ পাঠ করা দরকার। শেষ দিকে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসার যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে দোয়া পাঠ করে শুনান।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত নসিহতমূলক মূল্যবান বক্তব্যের কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় জলসার মূল অনুষ্ঠান। যার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে সময়

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন থেকে এম.টি.এ-র মাধ্যমে সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ দান করছেন, বাংলায় অনুবাদ করছেন মওলানা ফিরোজ আলম

কাটাচ্ছিলেন সারা বাংলার আহমদী সদস্যরা। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন থেকে এমটিএ-টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। তিনি (আই.) বাংলাদেশ সময় ৪ টায় লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত বাংলাদেশ জলসা সালানার ব্যানার সম্বলিত (মসজিদ ফযল লন্ডনে) জলসাগাহে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সারা বাংলার আহমদীদের চোখে অঝরে আনন্দাশ্রু ঝড়ে পড়ছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলার বড়াই, মহানবী (সা.)-এর শান আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা উচ্চকিত করে আহমদীয়া খিলাফতের মর্যাদার ঘোষণা দ্বারা যুগপৎ ভাবে বাংলাদেশ ও লন্ডনে আকাশ বাতাস মুখরিত প্রতিধ্বনিত করা হচ্ছিল ইসলামী নারা। হুযূর (আই.) তাঁর আসনে বসেই সকলকে সালাম জানান। প্রথমেই পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের শেষ রুকূ থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা অনুবাদ করেন মওলানা ফিরোজ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্, ইনচার্জ, বাংলা ডেস্ক,

জলসায় আগত হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসল্লি হুযূর (আই.)-এর ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তাদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে

বাংলাদেশে থেকে Internet Video Stream-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত
নাসেরাতগণ সুললিতকণ্ঠে হুযুর (আই.)কে নযম শুনাচ্ছেন MTA-তে তা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়

লন্ডন। উর্দু নযম পরিবেশন করেন সৈয়দ জুবায়ের আহমদ। কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযুর (আই.) বাঙ্গালিদের উদ্দেশ্যে তাঁর অত্যন্ত সারগর্ভ মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান শুরু করেন। তিনি তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন, আজকে আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের জলসা সমাপ্ত হচ্ছে। গত বছর এখান থেকে আমি বাংলাদেশের জলসার সমাপ্তি বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখন অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন চিঠি এসেছে যে আপনি যেন আমাদের মাঝেই আছেন। আমি তাদের সবার চিঠিতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখতে পাই। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বাংলাদেশ জামা'ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পর্যায়ক্রমে উন্নতি করছে। যারা জামা'তের প্রতি ভালবাসা রাখে তারা যেন জলসার মাধ্যমে আরো উন্নতি করে এটাই জলসার উদ্দেশ্য। শয়তান চায় না মানুষ খোদার ইবাদত করুক। তাই সে দুর্বল ও শক্তিশালী সবার ওপরই আক্রমণ করে। অনেক সময় এক মুখলেস ও নিষ্ঠাবান আহমদী আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানরা জামা'ত থেকে দূরে সরে যায় তাই জামা'তের সাথে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় রাখুন যেন কখনো জামা'ত থেকে দূরে সরে যেতে না হয়। একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো নিজের ভাইকে কখনো তুচ্ছ না করা। কোন প্রকারের অহংকার করা ঠিক নয়। যদি আপনারা উন্নতির সিঁড়ি পার হতে থাকেন তাহলে নীচে পরে থাকা দুর্বল ভাইদেরকে হাত দিয়ে ওপরে টেনে উঠান। যদি এমন হয় তাহলে জামা'ত একটি শক্তিশালী শীশাগলিত পাহাড়ের ন্যায় হবে। মহানবী (সা.) এর আদর্শ আপনাদের সামনে রাখুন, যেভাবে তিনি বলেছেন মু'মিন এক দেহের তুল্য। যদি এমটি মনে করেন তহলে নিশ্চিত থাকুন আপনারা এমন এক জামা'তে পরিণত হবেন শত্রু শত চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদী এর সাক্ষী শত বিরোধীতা করা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'ত কি শেষ হয়ে গেছে? গত ২০/২৫ বছর ধরে জামা'তের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে কি আহমদীয়া জামা'ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে? আপনারা দেখুন শত্রুরা কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেশ কয়েকটি মসজিদ তারা দখল করেছে, আহমদীয়াদের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করা হয়েছে এতে কি জামা'ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে? আল্লাহ্ তাআলার ফযলে দখল করা মসজিদের পাশেই তিন তলা বিশিষ্ট পূর্বের চেয়ে অনেক সুন্দর একটি মসজিদ আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। আপনারা মনে রাখবেন, বিপ্লব সব সময় ত্যাগ এবং কুরবানীর মাধ্যমেই আসে। ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে স্বদেশের লোকদেরকে আহমদীয়াতের দাওয়াত পৌছান। সবসময় নিজেদের ভালবাসার যে আবেগ তা কখনো মরতে দিবেন না। ভালবাসার বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দিন। সর্বোত্তম কাজ হলো খোদা তাআলার প্রচার করা। ভালবাসার মাধ্যমে যুগ ইমামের বাণী স্বদেশের লোকদের কাছে পৌছাতে থাকেন। আহমদীয়াতের বিজয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবী অবশ্যই দেখবে, ইনশাআল্লাহ্। আহমদীয়াতের এই কাফেলা যদি নিষ্ঠা

ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে স্বদেশের লোকদেরকে আহমদীয়াতের দাওয়াত পৌছান। সবসময় নিজেদের ভালবাসার যে আবেগ তা কখনো মরতে দিবেন না। ভালবাসার বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দিন। সর্বোত্তম কাজ হলো খোদা তাআলার প্রচার করা। ভালবাসার মাধ্যমে যুগ ইমামের বাণী স্বদেশের লোকদের কাছে পৌছাতে থাকেন। আহমদীয়াতের বিজয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবী অবশ্যই দেখবে, ইনশাআল্লাহ্।

সমাপ্তি অধিবেশন :
দোয়ায়রত হুযূর (আই.)

হুযূর (আই.) এর পরিচালনায় সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে ৮৬তম জলসার সমাপ্তি ঘটে

ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাহলে ফেরেশ্‌তা তোমাদের সাথে কাজ করবে। খোদা তাআলা অবশ্যই জানেন কে পাপাচারী আর কে বিশ্বস্ত।

মুসলিম টেলিভিশ আহমদীয়ার মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত অধিবেশনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষ উপভোগ করেন। হুযূর (আই.) বাংলাদেশের আহমদীদের ওপর যুলুমের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে যে-ই দন্ডায়মান হবে সে নিজের ব্যর্থতা দেখবে। এই সকল যুলুম ও নির্যাতনের পিছনে পাকিস্তানী ধর্মান্ধদের ইন্দন ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আহমদীদের ওপর নির্যাতন ও যুলুমের সময় বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিদের সাধুতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমকে শিক্ষা নেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। হুযূর (আই.) তাঁর জামা'তকে ইসলাম তথা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃত শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন ও বিশ্ববাসীকে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার মাধ্যমে আহ্বান জনানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শেষে হুযূর (আই.) সারা বিশ্বের সকলের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন দোয়া করেন। হুযূর (আই.) এর ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করেন মওলানা ফিরোজ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। দোয়ার পর বাংলাদেশ থেকে উচ্চস্বরে নারা ও সম্মিলিতভাবে নযম পরিবেশন করা হয় যা হুযূর (আই.) গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন। সবার আত্মার প্রশান্তি লাভের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ৮৬তম সালানা জলসার কার্যক্রম।

৮৬তম জলসা সালানার খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, The Daily Star, The Independent, The New Age, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ভোরের কাগজ ইত্যাদি। দৈনিক জনুভূমি বাংলাদেশের ৮৬তম জলসা উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এছাড়া দেশের কয়েকটি টিভি চ্যানেল জলসার খবরের ক্লিপস দেখানো হয়। জলসা চলাকালীন সময়ে জলসাগাহের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে লাজনাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে টিভির মাধ্যমে জলসার সকল অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেন বাংলাদেশের এমটিএ-এর নিষ্ঠাবান কর্মীরা। এবারের জলসাও গতবারের জলসার ন্যায় আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান ওয়েবসাইটে সরাসরি দেখানো হয় এবং প্রতিদিনের অধিবেশনগুলোর হাইলাইটস MTA-তে বাংলা সম্প্রচারে দেখানো হয়। আর এই অসাধ্য কাজ হুযূর (আই.) -এর আশিস প্রাপ্ত হয়ে মোহাতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিগরানীতে বাংলাদেশের MTA-এর ভলানটিয়ার কর্মীরা সাধন করেছেন। মহান খোদা তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এছাড়া এই জলসার সফলতার জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে খোদা তাআলা পুরস্কৃত করুন। সবদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় এবারের ৮৬তম জলসা সালানা ছিল ঐতিহাসিক জলসা যা যুগ খলীফার সরাসরি সম্বোধনের আশিস লাভে ধন্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রতিবেদক : মাহমুদ আহমদ সুমন
ছবি : মাসুদ আহমদ কুরাইশী

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

নাখালপাড়া হালকায় তরবিয়তী সভায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও উপস্থিত শ্রোতার একাংশ

তরবিয়তী সভা-নাখালপাড়া

গত ২৯/০১/২০১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় এক বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কেন্দ্র থেকে আগত ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত মোহতরম কাউসার আলী মোল্লা সাহেব গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা রাখেন। তিনি সকল সদস্যদেরকে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন গড়ার এবং আহমদীয়া জামা'তের নিয়ম-নীতি মেনে চলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভায় প্রায় ৫০ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ কামরুল আহসান

তালিম তরবিয়তী ক্লাস-ফতুল্লা

গত ০৩/০১/১০ইং থেকে ০৮/০১/১০ইং পর্যন্ত মোট ৬ দিনব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লা নূর মসজিদ-এ প্রত্যেহ বাদ আছর হতে মাগরিব পর্যন্ত আতফালদের তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস নেওয়া হয়েছে। উক্ত ক্লাসে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক প্রেরিত লেভেল-১ সেলেবাস অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসে সর্বমোট ১২ জন আতফাল অংশগ্রহণ করে। ০৮/০১/১০ইং শুক্রবার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় কৃতকার্য আতফালদের স্থানীয় জামা'তের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

তালিম তরবিয়তী ক্লাস-নাখালপাড়া

গত ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেহ বাদ মাগরীব এই ক্লাস শুরু হয়ে রাত ৯ টায় শেষ হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেব। ক্লাসে নিয়মিত ১০/১২ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ২৯ তারিখ শুক্রবার লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় এতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আজিজুল হক

তালিম তরবিয়তী ক্লাশ–কড়িতলা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী দুই দিন ব্যাপী মোট ৩ টি অধিবেশনে তালিম তরবিয়তী ক্লাস কড়িতলা হালকায় উদযাপন করা হয়। প্রকাশ থাকে যে ২য় অধিবেশনে শুধু লাজনা বোনদের নিয়ে ক্লাস করা হয়। উক্ত ক্লাসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব লুৎফর রহমান তাহের মোহতামীম তরবীয়ত নওমোবাইন, রাজশাহী রিজিওনের নাযেম রিজিওনাল কায়েদ জনাব আবু রায়হান (উজ্জল) এবং মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম বগুড়া উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসে গড়ে ১৫ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ক্লাস শেষে সবাইকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

সেমিনার অনুষ্ঠিত–খুলনা

গত ১৫-১-২০১০ তারিখ বাদ জুমুআ, খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক মসজিদ গৃহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত পুস্তক 'আল-ওসীয়্যত' এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেমিনারে উল্লেখিত পুস্তকের ওপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মুহাম্মদ সামছুর রহমান, আহসান কবির, আহসান জামিল, শহীদুল ইসলাম, আব্দুল হাই ও আলী আকবর সাহেব। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মুহাম্মদ ওমর আলী, যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা। অনুষ্ঠানে মোট ১৪ জন আনসারুল্লাহ্ সদস্য উপস্থিত ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

যয়ীমে আলা, খুলনা

চট্টগ্রাম জামা'তে 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত

গত ১, ২ ও ৩ জানুয়ারী ২০১০ইং MTA-তে সরাসরি সম্প্রচারিত (Live tale cast) প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য এখানে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সকল প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে অনুষ্ঠানের সময়সূচী এবং চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি নম্বর উল্লেখ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে দাওয়াত পত্র দেওয়া হয়।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে মেহমানগণসহ আহমদী ভ্রাতাগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মাহিল্লা হালকাসহ বিশেষ করে চট্টগ্রামের মসজিদ বায়তুল বাসেত উক্ত আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে ১৭২ জন জেরে তবলীগ এবং ৪২৬ জন আহমদী দর্শক শ্রোতা উক্ত অনুষ্ঠানকে সানন্দে উপভোগ করেন। প্রতিদিন এখান থেকে ফোন ফ্যাক্স, ই-মেইলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় সহ জেরে তবলীগ মেহমানগণ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশ্ন পাঠিয়ে অংশ নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠান চলা কালীন সময়ে মাহিল্লা হালকায় ৭ জন বয়আত নিয়েছেন।

মোহাম্মদ হাসান ফুলু

নও মোবাইন সভা-শৈলমারী

গত ০৮/০১/২০১০ইং তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শৈলমারী মসজিদে নও মোবাইন ও জেরে তবলীগ ভ্রাতাদের নিয়ে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনাব সালাহ উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন তারেক আহমদ। ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কুরআন হাদীস থেকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব আবুল বাশার, ডা. মোহাম্মদ তোফাজ্জল, আব্দুল গফুর। নও মোবাইন ও জেরে তবলীগ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব নেযামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম

তরবিয়তী সেমিনার-উথলী

গত ১৫/০১/২০১০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ উথলী মসজিদ প্রাঙ্গনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর উদ্যোগে এক বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোহাম্মদ ডা. সামসুল হক মিয়া সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুয়াযযেম আহমদ সানী। উক্ত তরবীয়তি সেমিনারে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল, নাসেরাত ও মেহমানদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'তের সদস্য/সদস্যাদের লক্ষ্য ও নমুনা কি হবে এবং বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বিস্তারিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কিতাবের আলোকে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু সাহেব। পরিশেষে জনাব প্রেসিডেন্ট জামা'তের সকলকে বিভিন্ন বিষয়ে নসিহত করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

ওসীয়্যত সম্মেলন-উথলী

গত ২২/০১/২০১০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর মসজিদে জনাব সামসুল হক মিয়া সাহেবের সভাপতিত্বে ওসীয়্যত সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল "ওসীয়্যত ব্যবস্থা ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর ২০০৫ সনের তাহরীক ও এর মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থা"। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন তিফল নাবিদ আহমদ। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব শাহীনুর রহমান, আবুল হায়াত বিশ্বাস, তাহের খালিদ ও মুয়াযযেম আহমদ সানী। জনাব আব্দুল গফুর সাহেব ওসীয়্যত পুস্তকের পটভূমি তুলে ধরে আলোচনা করে সুন্দর জীবন জাপনের আহ্বান করেন, মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু ওসীয়্যত ও খিলাফত ব্যবস্থার এক অটুট সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব যারা ওসীয়্যতকারী তাদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস

নাখালপাড়া হালকায় তালিম তরবিয়তী ক্লাসের ছাত্ররা পরীক্ষা দিচ্ছেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৫, ০৬ ও ৭ জানুয়ারী ২০১০ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

কুরআন তেলাওয়াত, নযম, হাদীস পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরমা বিলকিস তাহের সাহেবা (প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর)। উক্ত ক্লাসে বিভিন্ন তালিম তরবিয়তমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন নাছিমা বশীর। দোয়া কবুলিয়তের শর্ত সম্পর্কে বলেন, শাহিনা সেলিম। ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে বলেন, আফরোজা মতিন। নবীনেতা পুস্তক থেকে রাসূল (সা.) এর সীরাতের ওপর আলোচনা করেন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। রমযান মাস দোয়া কবুলের উৎকৃষ্ট উপায়, মালী কুরবানীর তাৎপর্য ও একজন প্রকৃত ওসীয়্যতকারী কে? মুসায়ী মসীহ্ ও মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর মধ্যকার সাদৃশ্য সমূহ কি কি। রমযান মাসে কুরআন পাঠের গুরুত্ব। আরো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য

শোনার পর উপস্থিত লাজনা বোনদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক উপস্থিত বক্তব্য শুনা হয় এবং সহীহ কুরআন শিক্ষা ক্লাস, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন লাজনা ৫৫ জন ও নাসেরাত ২২ জন, ২য় দিন লাজনা ৭৪ জন ও নাসেরাত ২৩ জন এবং ৩য় দিন ৫১ জন লাজনা ও ২৩ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনই বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খিলগাঁও হালকায় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০১/২০১০ রোজ বুধবার বাদ আছর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে খিলগাঁও হালকায় আমাতুল রশিদ সাহেবার বাসায় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন খিলগাঁও হালকার প্রেসিডেন্ট মোহতরমা আতিয়াতুল অহিদ সাহেবা। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, হাদীস পাঠ এবং মালফুজাত পাঠ করা হয় এবং পরে সেক্রেটারী তবলীগ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সালমা আহমেদ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি দায়ী ইলল্লাহ্ বা উত্তম তবলীগের পদ্ধতির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তারপর সেলিনা তবশীর রুবী, সেক্রেটারী ইশায়াত লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা বক্তৃতা দেন। আমাদের এই সভায় লাজনা ছিল ২১ জন, জেরে তবলীগ ছিল ৩ জন, নাসেরাত ও আতফাল ছিল ৯ জন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। মিসেস আমাতুর রশিদ সাহেবার আন্তরিক আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

আতিয়াতুল অহিদ

শুভ বিবাহ

গত ২৪/১২/০৯ মোছাঃ শবনম মাসুদ, পিতা-মাসুদ আহমদ, সেকশন-২, ব্লক জি/১, রোড-৪, বাসা-৭ মিরপুর, ঢাকা-১২১৩ এর সাথে আতাউর রাদিফ বাতেন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন, 52 Tahir SL. Maple. ON.L. 6A, 3A9 এর বিবাহ ($-10,000) ১০ হাজার ডলার (সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮২২/২০১০

গত ২০/১১/০৯ মোছাঃ জেসমিন সিকদার, পিতা-মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ সিকদার, নাটাই, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে মামুনুর রশিদ মামুন পিতা-মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, দওগ্রাম, টাঙ্গাইল এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮২৩/২০১০

গত ২৫/১২/০৯ মোছাঃ শাহরিন সুলতানা, পিতা-মোহাম্মদ নাজমুল হক, বাড়ী-৩৫, রোড ৬/৩ সেক্টর-৫, উত্তরা-ঢাকা এর সাথে মোহাম্মদ শাহরিয়ার হাসান পিতা-মোহাম্মদ আমজাদ আলী, ১ সি, রোড-৫ আরামবাগ, মিরপুর ঢাকা এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮২৪/২০১০

গত ২২/০১/২০১০ মোছাঃ শানজিয়া সুলতানা নিশি, পিতা-হাবিবর আহমেদ ভঁইয়া, বি, বাড়ীয়া এর সাথে মইনুল হক ভুঁইয়া, পিতা-আসাদুজ্জামান ভুঁইয়া, ক্রোড়া, বি, বাড়ীয়া এর সাথে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮২৫/২০১০

মোছাঃ আইরীন পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ এনছার আলী গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ মাহবুব হাসান লিটন, পিতা-মোহাম্মদ জালাল মোল্লা রঘুনাথপুর, যাদপপুর, ঝিকরগাছা যশোহর এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮২৬/২০১

কৃতী-ছাত্রী

ফারিহা ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

সানজিদা ফেরদৌসী ফারিহা আশুগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সালের মেধা ভিত্তিক পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আশুগিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম সরকার সাহেবের তৃতীয় মেয়ে। ফারিহা ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থিনী।

দোয়াপ্রার্থী
পরিবারবর্গ

ওয়াকফে নও পরিচিতি

নাম : সৈয়দ শরিফ আহমদ

ওয়াকফে নও নম্বর : ১৪৯০৪ বি

জন্ম তারিখ : ১০ জুন ২০০৮

পিতার নাম : সৈয়দ রাজন আহমদ

মাতার নাম : সৈয়দা তানজিনা আক্তার

দাদার নাম : সৈয়দ জালাল উদ্দিন

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম+পোষ্ট তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

শোক সংবাদ

দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব খালেদ আনোয়ার হোসেন পিতা: মরহুম আবুল হোসেন, আহমদীয়া কটেজ, ৪৬, বাউন্ডারী রোড, ময়মনসিংহ গত ২০ জানুয়ারী ২০১০ ইং দুপুর ১২-৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তিনি একজন সমাজ সেবক ছিলেন। ময়মনসিংহ শহরে তিনি অনেক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে দুই ভাই ও সাত বোন রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই শোক সইবার শক্তি দান করুন, আমীন।

দোয়াপ্রার্থী

মরহুমের পুত্র সাদেক হোসেন (রূপক)

অত্যন্ত দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব বশির আহমদ (বিমান) পিতা-মরহুম সিরাজ উদ্দীন ফকির, গত ৩১/০১/২০১০ রাত ৮ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনী ৯ জনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের প্রথম জানাযা মহাখালীতে অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯ টায় এতে প্রায় শতাধিক অ-আহমদী অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জানাযা বকশী বাজার কেন্দ্রীয় মসজিদে সকাল ১১-৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন (ওসীয়্যত নং-৭১০৭২) এবং মৃত্যুর পূর্বেই তিনি হিস্যায়ে জায়েদাদের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে যান। মরহুম আহমদীয়া জামা'তের প্রচারের ক্ষেত্রে কখনো পিছপা হতেন না এবং কাউকে আহমদীয়া জামা'তের দাওয়াত দিতে দ্বিধা করতেন না। মরহুমের তবলীগে এ পর্যন্ত অনেক পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষিত হন। তিনি নিয়মিত নামায, আদায় করতেন এবং মসজিদে এসে বা-জামাত জুমুআর নামায পড়তেন এবং জামা'তের যে কোন অনুষ্ঠানে যোগদানের চেষ্টা করতেন।

মরহুম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সাথে ১৯৯৪ সালে লন্ডনে সাক্ষাৎ করে তাঁর দোয়া লাভ করেন এবং কাদিয়ানের জলসায় গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কবর জিয়ারত করে ধন্য হন। মরহুম মৃত্যুর পূর্বে কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** পাঠ করে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির কাছে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত এর জন্য দোয়া চাই এবং তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারের সকলকে আল্লাহ্ তাআলা যেন শোক সহ্য করার ক্ষমতা দান করেন, আমীন।

দোয়াপ্রার্থী

মরহুমের পরিবারবর্গ

পুনরায় "সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠান

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে টানা চারদিনব্যাপী আবারও সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ-তে সম্প্রচারিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। হুযূর আকদাস (আই.) নিজ অনুগ্রহে ও উদ্যোগে বাংলাভাষীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারনের জন্য এই বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অতএব এ থেকে **আমরা যেন কোনমতেই নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গকে বঞ্চিত না রাখি**। ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ বাংলাদেশ সময় রাত ৮ টা থেকে টানা দু'ঘন্টা এ অনুষ্ঠান চলবে। শুক্রবার ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ রাত ৯ টা থেকে ১ঘন্টা। ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী শেষের দু'দিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মি: থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত এই প্রশ্নোত্তর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে ধার্য করা হয়েছে। হুযূর আকদাস (আই.) বিশেষ বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর সভার সময় বৃদ্ধি করেছেন। আমরা যেন এ সুযোগ হেলায় না হারাই।

MTA LIVE প্রোগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ করার মাধ্যম–

টেলিফোন নম্বর : 012-44-208-687-8010

ফ্যাক্স নম্বর : 012-44-208-687-8037

এস এম এস পাঠানোর নম্বর :

00-44-790-311-4512

ই-মেইল করার ঠিকানা : sslive@mta.tv

بسم الله الرّحمٰن الرّحم
আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
www.ahmadiyyabangla.org
পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু
পড়ুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা
শুনুন
ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
দেখুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
আপনাদের দোয়া ও মুল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানাঃ info@ahmadiyyabangla.org
আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

তুমি তখনই আল্লাহ্‌র কতৃজ্ঞ বান্দা হবে,
যখন তুমি তার বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে
-আল হাদীস
গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন
ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS
BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A, Chittagong.
Tel: 683555
HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com
SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

ধানসিড়ি
রে স্তো রা
ধানসিড়ির রান্না- আপনার ঘরের রান্না

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা
তৃতীয় শাখা
এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা	ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ ওয়ান্ডারল্যান্ড	ধানসিড়ি খাবার
রোড ৪৫ প্লট ৩২/১, গুলশান ২ ঢাকা ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৯১১ ৭৬৪৩৩৯, ০১৯১৯২৭১২৮৬ ০১৭১৪২১৬৯১৫	পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পাশে রোড ১০৩ গুলশান ২ ঢাকা ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৭১৪২১৬৯১৫, ০১৯১১৭৬৪৩৩৯ ০১৯১৯২৭১২৮৬	ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে) ঢাকা ফোন ৯১৩৬৭২২ ০১৮১৯ ০৯৯০৩৫, ০১৭২৬ ৭৩৯৪৯৩

এছাড়া আমাদের অন্য কোথাও কোন শাখা নেই

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ এর রান্না আপনার ঘরের রান্না
মান ও পরিমানের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা ১

মাসিক
আহ্বানের
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAIFL & CO.
আর-রাফিল এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

Quality is Our Tradition

এমিকন
AMECON

H-79/3, Block-E Chairman Bari, Banani, Dhaka
Tel: 8824945, Fax: 880-2-8824945, E-mail: mmali@bttb.net.bd

Printed and Published by Mahbub Hossain at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com